





দিল্লি বনাম গুজরাত ম্যাচে মাঠে থাকতে পারেন ঋষভ পন্থ

নিস্তার নেই, কোভিড পজিটিভ আইপিএলের ধারাভাষ্যকার

কলকাতা ৫ এপ্রিল ২০২৩ ২১ চৈত্র ১৪২৯ বুধবার ষোড়শ বর্ষ ২৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.4.2023, Vol.16, Issue No.292, 8 Pages, Price 3.00

দিঘার সভা থেকে ফের রিষড়া: সরেজমিনে পরিদর্শন কেন্দ্রকে আক্রমণে মমতা রাজ্যপালের, শান্তিরক্ষার বার্তা

রাজ্যের সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে সরব হওয়ার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের দিলেন বিশেষ বার্তা

মদন মাইতি • দিঘা

মঙ্গলবার দিঘার কর্মিসভা থেকে নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও নিশানা করেন মমতা। বলেন, 'দিদি ও দিদি, যখন পেলনা, তখন নন্দীগ্রাম লুঠ করল। আগামী দিনে প্রমাণ করব। আমি ছেড়ে কথা বলার মানুষ নই।' পাশাপাশি, তিনি বলেন 'বাংলাকে অশাস্ত্র করতে চাইছে বিজেপি। আর এই জেলাতেই কয়েকজন হার্মাদ চাকরি বিক্রি করেছে। পুরুলিয়ার চাকরিও এখানে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের অজান্তে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।' সম্প্রতি চিরকুটে চাকরি ইস্যুতে সরগরম রাজ্য, রাজনীতি। আর তা নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তিনি টেনে আনেন। বলেন, 'আমি ৪৮ ঘণ্টা ধর্নায় বসলাম। আর তো এক বছর টিমটিম করে জ্বলবি। তারপর বিদায় নিবি ভারত থেকে। ১,১৪৯ টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। বাহ নন্দলাল। নতুন ভাবে রাস্তা তৈরি করছি।'

বিধানসভায় বিজেপির প্রাপ্ত কয়েকটি আসনকে ভোট লুট করে জেতা আসন বলে চিহ্নিত করেন মমতা। তিনি বলেন, 'নন্দীগ্রাম-সহ যে কয়েকটি আসন জিতেছে বিজেপি, সেখানে ভোট লুঠ করেছে। আমরাও ছেড়ে কথা বলব না। সহ্য করা একটা ধর্ম। এই গদ্দারদের জন্য আমাদের ১,০০০ ছেলে আজও জেলে আছে। এই গদ্দারদের খাইয়ে, দাইয়ে আমি বড় করেছি। মানুষের ঘরে যেমন কয়েকটা ভাল সন্তান জন্মায়, কয়েকটা কুলাঙ্গার জন্মায়। এরা হচ্ছে কুলাঙ্গার, গুন্ডাগিরি করে।' অর্থাৎ নাম না করেই শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজনৈতিক মহলের একটা অংশের মতে, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর। অর্থাৎ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড়। এই পরিস্থিতিতে ৩রা এপ্রিল থেকে টানা চারদিনের পুব মোদনাপুর সফরে আছেন মুখমস্ত্রা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ছিল তাঁর সফরের দ্বিতীয়

এদিন নিউ দিঘার হেলিপ্যাড ময়দানে বুথভিত্তিক কর্মী সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিজেপি এবং সিপিএমকে এক আসনে বসিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, '৩৪ বছর অত্যাচার দেখেছেন তো। ভুলে যাননি তো! নন্দীগ্রাম, খেজুরি, তমলুক, মহিষাদল, কোলাঘাট, চণ্ডীপুর, হলদিয়া ভুলে যাননি তো! মনে আছে, হলদিয়ায় মিটিং করতে গিয়েছিলাম। লোকাল মাইক্রোফোনও নিতে দেয়নি। কলকাতা থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে এসেছিলাম। রাস্তা আটকে দিয়েছিল নন্দীগ্রামে।' তিনি আরও বলেন 'বাংলার মানুষ হিংসা ভালোবাসেন না। হিংসা বাংলার সংস্কৃতি নয়। এটা অপরাধীদের দিয়ে হিংসা তৈরি করা। আগে সিপিএম এমন করত।

দিঘায় এ দিন রামনবমীকে ঘিরে হিংসা নিয়েও



দিঘার জগন্নাথ মন্দির আগামী বছরেই'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই দিঘায় তৈরি হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়ে মঙ্গলবার, সেই নির্মীয়মাণ মন্দির পরিদর্শন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। মন্দিরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, একবছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। এই মন্দিরের উচ্চতা পুরীর মন্দিরের সমান হবে এই মন্দির। তবে, বিগ্রহ পুরীর মতো নিমকাঠের না হয়ে, করা হবে মাবেলের। হিডকো এই কাজটা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রা। কিছাদন আগে তার ভাডশা সফরে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক পুরীর মন্দিরের দেওয়া রেপলিকাটি দিঘার মন্দিরেই রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরীর দয়িতাপতি যে ছবি দিয়েছিলেন তাও সেখানে দেন তিনি। এরপরেই দিঘার সৈকতে বেশ কিছুটা হাঁটেন তিনি। সেখানে উপস্থিত সবার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন।

মুখ খোলেন মমতা। তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের এখানে মিটিংয়ে এসেছি। আসার জো নেই আমার। সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয়, কখন কোথায় গিয়ে দাঙ্গা করবে বিজেপি। ওরা বোঝে না, বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালবাসেন না। দাঙ্গা করা বাংলার সংস্কৃতি নয়। আমরা দাঙ্গা করি না। রামনবমীর মিছিলে বন্দুক নিয়ে নত্য করছে। রামচন্দ্র বলেছিলেন বন্দক নিয়ে মিছিল করতে ?'

একইসঙ্গে শিবপুরে বন্দুকধারী যে ছেলেটির ছবি ভাইরাল হয়েছিল, তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিআইডির হাতে তুলে দিয়েছে হাওড়া পুলিশের বন্দক নিয়ে নৃত্য করছে রাম-নবমীর মিছিলে। রাম কখনও এমন বলেনি। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে ছেলেটাকে বন্দুক নৃত্য করতে দেখা গিয়েছিল, তাঁকে মুঙ্গের থেকে আনা হয়েছে।

এদিন দলের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, 'সবাইকে এক হয়ে চলতে হবে। আমি একা করব আর কেউ করবে এমনটা হবে না। পঞ্চায়েতে দক্ষ কর্মী চাই। ভাল মান্য চাই। একটা পার্টির একজন টিকিট পাবেন। কেউ না পেলে আবার বিজেপির কোটায় দাঁড়াবেন না। আমরা অন্যভাবে পাশে থাকব। এটা পার্টি দেখবে। উচ্চ-নেতৃত্ব এলাকায় যান।' অর্থাৎ দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যে

সুকান্ত-লকেটের ধর্না, গ্রেপ্তার ৫২, রাজভবনে স্মারকলিপি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'আমরা সকলে একসঙ্গে শান্তিরক্ষা করব'। রিষড়া কাণ্ডে কড়া বার্তা বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। মঙ্গলবার তিনি হুগলির রিষড়া শহরের বেশ কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করে শাস্তি রক্ষায় কড়া বার্তা দেন। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ সফর কাঁটছাঁট করে হুগলির রিষড়াতে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার থেকে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় হুগলির রিষড়া। সোমবার সারাদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রাত ১০টা থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রিষড়ার ৪ নম্বর রেল গেট এলাকা। সেখানে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে এবং ব্যাহত হয় রেল চলাচল। তাই পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায় সেই জন্য সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন রাজ্যপাল। রিষড়ার ৪ নম্বর রেলগেট এলাকাতে তিনি ডিআইজি বর্ধমান রেঞ্জ শ্যাম সিং, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি-সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এদিন পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি রেলগেট এলাকায় মোতায়েন থাকা আরপিএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্যপাল। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন,'গত কয়েকদিন ধরে চলা অশান্তির ঘটনা আমরা জানি। যারা সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করে, তাদের ছাড় নয়। আমরা সকলে একসঙ্গে শান্তিরক্ষা করব। যারা অশান্তি করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করব। মানুষের শান্তিতে বাঁচার অধিকার আছে। যে কোনও মূল্যে সেই পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে হবে। াঘাদন ধরে বাংলায় অপরাধারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, এবার তা বন্ধ হওয়া দরকার।'

অপরদিকে এদিনও রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতো ও সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে রিষড়ায় ঢোকার আগেই আটকে দেয় পুলিশ। এদিন সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে শ্রীরামপুরের ধর্না মঞ্চের দিকে যাওয়ার আগেই ডানকুনির জগন্নাথপুরে দিল্লি রোডে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের দাবি, সামনে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই গাড়ি এগোতে দেওয়া যাবে না। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান বিজেপি রাজ্য সভাপতি। এরপর দিল্লি রোডের উপরেই বসে পড়েন



নবান্নর কাছে রিপোর্ট চাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিনে অশান্তির ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণ জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ই-মেইল করে দ্রুত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় যে অশান্তি ঘটেছে তা নিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্টে পাঠাতে চলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পাশাপাশি, হাওড়া ও রিষডার অশান্তির ঘটনা নিয়ে রাজ্যের কাছেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট তলব করেছে বলে খবর। অমিত শাহর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রকের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, দ্রুত এই রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারকে। মূলত হাওডার শিবপরের ঘটনা নিয়ে এই রিপোর্ট চাওয়া

এসএসকেএম-এ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিষড়া থেকে ফিরেই এসএসকেএম-এ যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রিষড়ার ঘটনায় জখম হয়ে একজন ভর্তি রয়েছেন ট্রুমা কেয়ারে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি কথাও বলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানতে চান, শরীর কেমন আছে তাও। এরপরই রাজভবনে ফিরে যান রাজ্যপাল। এদিন অশান্তির জেরে যাঁরা জখম হয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন রাজ্যপাল। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, 'অশান্তি জখমদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে।' একইসঙ্গে তাঁর বার্তা, 'দোষীরা রেহাই পাবেন না। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কডা ব্যবস্থা

সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই ধর্না শেষ করে রাজ্যপালের কাছে যাব। ১৭ বছরের ছাত্রকেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমরা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চাইছি।'

যদিও এদিন সকান্ত মজমদার

ধর্নায় বসার আগেই মঞ্চ খলে ফেলে পুলিশ। সকাল থেকে শ্রীরামপুরের বটতলায় অবস্থানে বসার কথা ছিল বিজেপি রাজ্য সভাপতির। তার আগেই মঞ্চ খুলে দেয় পুলিশ। সুকান্ত ছাড়াও এই ধর্না-অবস্থানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল পুরুলিয়ার

হনুমান জয়ন্তী নিয়ে কঠোর বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীর মিছিল ঘিরে শিবপুর, রিষড়া-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনার পরেই হনুমান জয়ন্তী ঘিরে আশঙ্কা বাড়ছে। ওই দিনও দাঙ্গাবাজরা রাজ্যকে অশান্ত করতে পারে বলে প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্ৰী বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মঙ্গলবার সরাসরি দাঙ্গাবাজদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ 'আগামী ৬ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীতে রাজ্যে কোনও মতেই অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না।

বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর। কিন্তু তাঁদের সেই অবধি এগোতেই দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি রিষডা স্টেশনে হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫২ জনকে রিষড়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে পলিশ। সবমিলিয়ে রিষড়া কাণ্ডে কড়া ভূমিকা পালন করছে পুলিশ প্রশাসন। এর পর রাজভবনে যায় সুকান্তের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধিদল। সেই দল একটি স্মারকলিপিও দিয়েছে রাজ্যপালকে।

গোয়েন্দা বিভাগ। সেই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরদাস্ত করা হবে না তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল বলেন, যে ছেলেটার ছবি আপনারা দেখছেন সে

নাথুলা-তে ভয়াবহ তুষার ধসে মৃত শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী

সেহরি শেষ 08.00

বঙ্গবাজারে বিধ্বংসী আগুন

ঢাকা, ৪ এপ্রিল: ফের বিধ্বংসী আগুন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে ঢাকার বঙ্গবাজারে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় দমকলের ৫০ টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে নামে সেনাবাহিনীও। এলাকাজুড়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রায় ৬ ঘণ্টার চেস্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে খবর। তবে ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগল, তা স্পষ্ট করেননি দমকল কর্তৃপক্ষ।

বিস্তারিত দুনিয়ার পাতায়

গ্যাংটক, ৪ এপ্রিল: ভয়াবহ তুষার ধস সিকিমের গ্যাংটকে। সূত্রে খবর, এই তুষার ধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে সাতজন পর্যটকের। প্রশাসন সূত্রে খবর, নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং একজন শিশুও রয়েছে। এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কারণ, স্থানীয় সূত্রে খবর, আরও অন্তত ৮০ জন এখনও পুরু বরফের নিচে চাপা পড়ে আছেন, এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিনের এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে টুইটও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধাায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বেলা

১২টা ২০ নাগাদ। গ্যাংটকের সঙ্গে নাথুলা পাসের সংযোগকারী, জওহরলাল নেহরু সড়কের উপর বিরাট এলাকাজুড়ে নামে এই তৃষার ধস। স্থানীয়দের তরফ থেকে এ তথ্যও মিলেছে এই তৃষার ধসে যে ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের উদ্ধার করে নিকটস্থ আর্মি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যু হয় ছয়জনের।

পাশাপাশি এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেখান থেকে ৩০ জন পর্যটককে উদ্ধার করে গ্যাংটকের এসটিএনএম হাসপাতাল এবং সেন্ট্রাল রেফারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরও অন্তত



১৫০ জনেরও বেশি পর্যটক এই তুষার ধসের জেরে আটকা পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, সিকিম পুলিশ, সিকিমের ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, পর্যটন বিভাগের কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় চালকরা সকলেই। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে এই উদ্ধার কাজ। ভারতীয় সেনার এক সূত্র জানিয়েছে, গভীর উপত্যকা থেকে নিহত ছয়জন-সহ এখনও পর্যন্ত ২২ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের সকলকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেনা সূত্রে বলা হয়েছে, 'তৃষারের নিচে

জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে এসটিএনএস হাসপাতালে পাঠানো হয়।' সোমবার রাত থেকে দফায়-দফায় তুষারপাত চলছে পূর্ব সিকিমের নাথুলা, বাবা মন্দির, ছাঙ্গু এলাকায়। ফলে ১৫ মাইলের পর আর পর্যটকদের যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তুষারপাতের খবর পেয়ে এদিন সকালে পর্যটিক দল ছাঙ্গুর উদ্দেশ্যে রওনা হন। আর সেখানেই বিপদ বাঁধে। গ্যাংটকের পুলিশ সুপার তেনজিং লোডেন লেপচা জানান, 'আবহাওয়া খারাপ থাকায় পর্যটকদের ১৩ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার পারমিট দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওরা জোর করে ১৫ মাইলের দিকে চলে যায়। সেখানেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আকস্মিক তৃষার ধস নামায় জওহরলাল নেহরু সড়কের ওপর আটকে পড়েন বহু পর্যটক।' তবে এদিনের এই ঘটনায় ১৪ মাইল চেকপোস্টের ইন্সপেক্টর জেনারেল সোনম তেনজিং ভূটিয়া জানান, এই বিপর্যয়ের পিছনে পর্যটকদেরও গাফিলতি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'শুধুমাত্র ১৩ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তার জন্যই পর্যটকদের পাস দেওয়া হয়। কিন্তু, পর্যটকরা জোর করে ১৫ মাইলে যাচ্ছেন। দুর্ঘটনাটি ১৫ মাইল এলাকাতেই ঘটেছে।'

প্রায় দেড় ঘণ্টা চাপা থাকার পর, এক মহিলাকে

নিশীথ মামলায় অসহযোগিতা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা ঠুকল তাঁরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার তদন্তেভার সিবিআইয়ের হাতে দিয়েছে হাইকোর্ট। এরই পাশাপাশি নথি হস্তান্তরের নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও সে নথি হাতে না পাওয়ায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হল সিবিআই। এই ঘটনায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সিবিআই-এর আইনজীবী। সিবিআই-এর অভিযোগ, মামলার সমস্ত নথি হস্তান্তর করা হচ্ছে না। সব ক্ষেত্রে এই অসহযোগিতা কাম্য নয়। আদালত সূত্রে খবর, সিবিআই-কে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয় হাইকোর্ট।

নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে হামলার ঘটনায় এর আগেও রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করে আদালত। মার্চ মাসের ৩১ তারিখেও হাইকোর্টের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে সিবিআইয়ের অভিযোগ করে যে, এই মামলায় সিবিআইয়ের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করছে না রাজ্য পুলিশ। এদিন আরও একবার এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

এই মামলার শুনানিতেই রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। ঘটনার দিন পুলিশ সুপার, জেলাশাসকের কী ভূমিকা ছিল তা জানতে সিবিআই তদন্তের আরজি জানানো হয়। শুনানি শেষে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেয়। এদিকে রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য। এরপই বিজেপির দাবিকে মান্যতা দিয়েই নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় এদিন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত। এদিকে গত শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোনও স্থগিতাদেশ নেই, তাই এই আদালত চায় তাঁর নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হোক। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি বদলায়নি।

প্রসঙ্গত গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির কাচ ভাঙার পাশাপাশি, গুলি চালানো এবং বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধেও বুড়িরহাট অঞ্চলে তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। সেসময়ে পুলিশের বিরুদ্ধেও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন নিশীথ প্রামাণিক। এদিনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে নিশীথ প্রামাণিক জানান, 'গাড়ি লক্ষ্য করে পুলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়ে।' এরপর সিবিআই-এর নথি না দেওয়ার অভিযোগ। দুটি বিষয়ই রাজ্য পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 31/03/23 S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে 217 নং এফিডেভিট Shaikh Sabir Hossein Shaikh Habibar Rahaman & Sabir Hossen S/o. Habirbar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 30/03/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 36 নং এফিডেভিট বলে Sumi Mondal Mridha (old name) at Natun Gram, Mogra, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sumi Mridha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি Sumi Mridha W/o. Bivash Ranjan Mridha D/o. Horidash Mondal Sumi Mondal Mridha D/o. Horidas Mondal সৰ্বত্ৰ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/04/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 1344 নং এফিডেভিট বলে Shyamal Kumar Pal S/o. Narayan Chandra Pal ⁶ Shyamal Paul S/o. N. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/04/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 70 নং এফিডেভিট বলে আমি Sarmistha Ganguly (old name) W/o. Rabisankar Ganguly at Balagarh Palpara, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Puspa Ganguly (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি Puspa Ganguly W/o. Rabisankar Ganguly Sarmistha Ganguly W/o. Rabisankar Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Akash

নাম-পদবী

গত 31/03/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর হুগলী কোর্টে 4900 নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Adak S/o. Meghlal Adak હ Dilip Adak S/o. M. N. Adak সাং মধ্যহিজলা ইস্ট, সিঙ্গুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 28/03/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর হুগলী কোর্টে 4626 নং এফিডেভিট বলে Manik Das & Manik Ch. Das & Gobinda Das & G. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১



আজকের দিনটি কেমন যাবে?

৫ই এপ্রিল, ২১শে চৈত্র। চতুর্দশী তিথী। কন্যা রাশি। অস্টোত্তরী মঙ্গলের মহাদশা, বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ। মেষ রাশি: যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে আজ ভুল

বোঝাবঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহত দাম্পত্য জীবনে আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভূল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একট্ট সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি: প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর

মিথন রাশি: যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো

কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দুর ব্যাবহারে মনো কস্টের ইঙ্গিত। কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে সনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি: যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পডবে। লেখক, শিল্পী ,কলাকশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি: সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশাস্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেস্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভূলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কস্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি: আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী | জগন্নাথ।

ধনু রাশি: নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যস্ত শুভ দিন। মন্ত্ৰ ভগবান শিব ।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র

কু**ন্ত রাশি :** আজ সতর্ক। গুপ্ত শক্রর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাডাতে হবে। মন্ত্ৰ ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি হবে। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত 14/03/23 S.D.E.M. সদর, হুগলী কোর্টে 29 নং এফিডেভিট বলে Ranjit Pal S/o. Dinabandhu Pal & Ranjit Paul S/o. D. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত

নাম-পদবী

গত 31/03/23 S.D.E.M. সদর, रूशनी कार्षे 210 नः विकरिष्ठि বলে Tapan Kumar Das S/o. Gopal Chandra Das & Tapan Das S/o. G. Das সাং সোমড়া বাজার, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

Shibani Singh W/O Gurupada Singh resident of vill- Haur, PS-Panskura takes oath vide affidavit on 23.03.23 before Ld. J.M (1st class) Tamluk, Purba Medinipur that Shibani Singh W/O Gurupada Singh, Smt Sibani Singh W/O Guru Pada Singh & Sibani Singh W/O Gurupada Singh, mother of Asish Kumar Singh and Pradip Kumar Singh is same, one & identical person.

I Rajeev Kumar Kamati son of Bikram Kamati Residing at 241/2.C A.P.C Road. Kol-4 hereby Declare, That both of Bikram Kampti and Vikram Kamti is the Same & Identical in the cye of Law vide 29/03/2023 before Notary Public at Barrackpore

l Rajeev Kumar Kamati son of Bikram Kamatl residing at 241/2.C. A.P.C Road, Kol-4 hereby declars that Rajeev Kumar Kamati & Rajev Kumar Kamti & Rajeev Kumar Kamati is Identically One & Same Person, vide 26/2/15 before Notary Public at Kolkata Reg. No.-8807.

CHANGE OF NAME

esiding at H.No. 1, BL. No. 18, Meghna More, P.O.+P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Paragna, PIN - 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 16th March, 2023 that my father's actual and correct name is NASIR KHAN and it is recorded in his Aadhar Card but in my Birth certificate his name is recorded as MD NASIR and as MD NASIR KHAN in my educational documents. NASIR KHAN, MD NASIR & MD NASIR KHAN is the ame and one identical person.

NOTICE

That Md Mustaque Ali and Md Mustaoue Ali are the same person which has been sweared by affidavit with all documents remaining valid. His son's name is Ali Iman Hassan.

শ্রেণিবদ্ধ

বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল-adconnexon@gmail.com

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এ**জেন্সি**, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪ <u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা: কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কফনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯। **অবসর**, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ 98098605061

পূর্ব মেদিনীপুর আইনক্স অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র! বিহার থেকে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রামনবমীর শোভাযাত্রাতে হামলা ও অশান্তিকে কেন্দ্র করে হিংসা ছডিয়ে ছিল হাওডার সন্ধ্যাবাজার এলাকাতে। ঘটনার দ্বিতীয় দিনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাওডার সেই মিছিলের একটি ভিডিও টুইট করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছিল বন্দুক হাতে মিছিলে নাচছেন এক যুবক। যা নিয়ে শাসক দলের একাধিক নেতৃত্ব বিজেপিকে অশান্তির জন্য দায়ী করে। হাওড়া পুলিশ সূত্রে খবর ওই যুবকের নাম সুমিত সাউ। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই সুমিত সাউকে।

বিবিধ /

হাওড়া পুলিশ বিহারের মুঙ্গের থেকে গ্রেপ্তার করে ওই অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম সমিত সাউ (১৯)। ধৃতের বাডি হাওডার মালি পাঁচঘড়া থানার অন্তর্গত শস্ত হালদার লেনে। রামনবমীর দিনে বন্দুক নিয়ে মিছিলে নাচানাচি করার ভিডিওটি ভাইরাল করা হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে ঘটনার পর থেকে সুমিত বিহারের মুঙ্গেরে এক আত্মীয়ের বাডিতে আশ্রয় নিয়েছিল।

বিহারের মুঙ্গের থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর, সুমিত শাউ স্বীকার করেছেন যে তিনি হাওডায় রাম নবমীর মিছিলে পিস্তল নিয়ে উপস্থিত ছিল বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য সিআইডি আধিকারিকরা।

যদিও বিজেপির সঙ্গে সুমিতের যোগাযোগের বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক উমেশ রাই জানান সুমিতকে তৃণমূলের মিছিল ও মিটিংয়ে বহুদিন দেখা গিয়েছে। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর সঙ্গেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। উমেশের দাবি, সুমিতের মা স্পষ্ট জানিয়েছেন তাঁর ছেলে যেখানে টাকা পায় সেখানেই যায় । তাঁর কটাক্ষ, 'এখন তৃণমূলের চেয়ে বেশি টাকা অন্য কে দেবে?'

এবার মায়ানমারের বন্দর ব্যবহার করে পণ্য পৌঁছবে উত্তর-পূর্ব ভারতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়াতে বাংলাদেশের পর এবার মায়ানমারের বন্দর ব্যবহার করে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে পণ্য পাঠানো হবে। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে কলকাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পিএল হরনাদ জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে কলকাতা তিন হাজার টন সিমেন্ট নতুন পথে উত্তর পূর্ব ভারতে পাঠানো হচ্ছে।

মমতা-অভিষেকের যৌথ চাপের কাছে নতি স্বীকার

কেন্দ্রের কাছ থেকে এবার মিলল গ্রামোন্নয়নের বরাদ্ধ বকেয়া

রাজ্যের বরাদ্দ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায্য দাবির কাছে কিছুটা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল কেন্দ্রের মোদি সরকার। গ্রামোন্নয়ন খাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে আরও প্রায় ৯৭৯ কোটি ছাড়ল কেন্দ্র। এই টাকা মূলত গ্রামীন এলাকার সড়ক, পানীয় জল, জঞ্জাল অপসারণের মত পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে খরচ করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বরান্দের দাবিতে কলকাতার বকে দ'দিন লাগাতার ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিষদীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে মঙ্গলবার দিল্লিতে দরবার করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। তার আগেই এই যৌথ চাপের কাছে মাথা নত করেই কেন্দ্র রাজ্যের বকেয়া কিছুটা হলেও মিটিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটল বলে প্রশাসনিক

২০৩০-এর মধ্যে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে কলকাতা বন্দরের পণ্য পরিবহণ

নিজম্ব প্রতিবেদন: বেসরকারিকরণের দিকে আরেক ধাপ এগুলো কলকাতা বন্দর। রেল, বিমান পরিষেবা, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের মত দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দরকে ধাপে ধাপে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। এবার বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল ২০৩০ সালের মধ্যে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের পণ্য পরিবহণের পুরোটাই তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি হাতে। সরকার অর্থাৎ বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা হবে শুধুমাত্র জমি মালিকের।

'দুয়ারে সরকার' নিয়ে উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন



নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুর: যষ্ঠ দফার দুয়ারে সরকার প্রকল্পের চতুর্থ দিন, অভূতপূর্ব সাড়া মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। এদিন আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসকের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা জানান, 'গত চার দিনে জেলায় ৯ বাজার ৯৬৬টি দয়ারে সরকার ক্যাম্প

অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩, ৮৭০টি ভ্রাম্যমান ক্যাম্প রয়েছে। যেগুলি জেলার সুন্দরবনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংগঠিত করা হয়েছে। ১, ৮৯,৭৫৯ মানুষ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসে পরিষেবার আবেদন জানিয়েছেন। এর মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ পরিষেবা গ্রহণ করেছেন ৬৮,০৯১ জন। শিবিরে

নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র

নিজম্ব প্রতিবেদন: শিক্ষা দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগে অরগানাইজ করতে বলেননি। সকান্তর মাধ্যমে কিছ

মোট ৫টি পরিষেবা নিতে ৩২, ৪৭১টি আবেদন করেছেন উপভোক্তা মানুষরা। এর মধ্যে ১৮, ৩০৬টি পরিষেবার নিষ্পত্তি হয়েছে। ১৪,১৬৫টি আবেদনের প্রক্রিয়া চলছে।ত গত চারদিনে সুন্দরবনে দুয়ারে সরকার শিবিরে ব্যাপক সারা পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা এদিন বলেন, 'আমরা মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা দিতে দায়বদ্ধ। যাঁদের সত্যিই পরিযেবা দরকার, তাঁরা অনেকেই শিবিরগুলিতে এসেছেন। মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা আনন্দিত।' জেলার বিভিন্ন দুয়ারে সরকার শিবিরে এসে উপকৃত হওয়া বেশ কয়েকজনের नाम পরিসংখ্যান দিয়ে জানান জেলাশাসক। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার উপভোক্তার পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক শংকর সাঁতরা। এই কপির ছবি ক্যাপশন- ভ্রাম্যমান দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের সূচনায়

ফসল নষ্টের জন্য আরও ৬ লক্ষ কৃষককে ক্ষতিপূরণ দিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: খরিফ মরশুমে প্রাকৃতিক দর্যোগের কারণে শস্য হানিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে রাজ্য সরকার শস্যবীমা প্রকল্পের আওতায় ৩৪৫ কোটি টাকা ক্ষতিপুরণ দিয়েছে। মর্শিদাবাদ, মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এ বছর খরিফ মরশুমে বৃষ্টির ঘাটতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা সর্বাধিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গত রবি মরশুমে শস্য হানির কারণে রাজ্যের ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার কৃষককে মোট ৪২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে দুই মরশুম মিলিয়ে বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার ক্ষককে ৭৭০ কোটি টাকা দেওয়া

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার চাষিদের পাশে দাঁডাতে বাংলা শস্য বীমা যোজনা চাল করেন। যেই বিমায় চাষিদের কোনও টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে দিতে হয় না। রাজ্য সরকার তরফে প্রিমিয়াম দেওয়া হয়। তবে শুধুমাত্র আখ ও আলু চাষিদের ক্ষেত্রে তাদের সামান্য কিছু প্রিমিয়ামের খরচ বহন করতে হয়। এখনও পর্যন্ত ৭০ লক্ষ চাষি রাজ্য সরকারের এই বিমা যোজনার আওতায় নথিভুক্ত হয়েছেন। ২০১৯ সাল থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত মোট ২৪৫৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বাংলার চাষিদের।

আটক সাইবার ক্যাফের মালিক



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার রাতে জগদ্দল থানার নিউ কর্ড রোডের গোলঘরে একটি সাইবার ক্যাফেতে হানা দেয় পুলিশ। কম্পিউটার এক্সপার্ট ব্যারাকপু কমিশনারেটের ডিডি ডিপার্টমেন্ট ও জগদ্দল থানার পুলিশ ওই সাইবার ক্যাফেতে হানা দেয়। ঘণ্টা দেডেক ওই ক্যাফেতে তল্লাশি চালিয়ে সাইবার ক্যাফের মালিক সন্দীপ সাউকে

পাকড়াও করে নিয়ে যায়। যদিও তদন্তের স্বার্থে তদন্তকারীরা এই মৃহুর্তে কিছই বলতে চায়নি। ধৃতের বাবা দেবেন্দ্র সাউ জানান, তিন-চার বছর আগে একবার জগদ্ধল থানার এসেছিল। তদন্ত করে চলে গিয়েছিল। এদিন ডিপার্টমেন্ট ও জগদ্দল থানার পুলিশ এসেছিল। কিন্তু ছেলেকে কেন ধরে নিয়ে গেল, তা জানেন না।

জোকা-তারাতলার মেট্রো পরিদর্শন জিএম-এর



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রোর জোকা-তারাতলার অংশ পরিদর্শন করলেন মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয়কুমার রেডিড। মঙ্গলবার সকালে তিনি তারাতলা স্টেশন থেকে পরিদর্শন শুরু করেন। স্টেশন, স্টেশন কন্ট্রোল রুম, এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট, প্ল্যাটফর্ম, ট্রেন টাইমিং ইন্ডিকেশন বোর্ড (টিটিআইবি) এবং টিকিট কাউন্টারের পরিচ্ছন্নতা কতটা, সবই ঘুরে দেখেন। তিনি স্টেশন কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

পি উদয়কুমার রেডিড অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মেট্রোতে তারাতলা থেকে জোকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। জোকা স্টেশন পরিদর্শন করার পর, তিনি মোটরম্যানের ক্যাবে তারাতলাতে ফিরে আসেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁটা এবার পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা

হয়েছে বলেও আমি জানি না। আমি কোনও দিন

এসবের মধ্যে ছিলাম না। এটা অত্যন্ত শকিং।' এরই

পাশাপাশি চার্জশিটে নাম থাকা শিক্ষা দপ্তরের আরও

এক আধিকারিক সুকান্ত আচার্যের কোনও ভূমিকা ছিল

নিজাম প্যালেসে মনীশ জৈনকে তলব করেছিল

সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল তাঁকে।

এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত উপদেস্টা কমিটি গঠন নিয়ে

প্রসঙ্গত, ২০২২-এও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

না বলেও মনে করেন তিনি।

মূলত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে লক্ষ ভোটকর্মী প্রয়োজন, তার তালিকাও কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। মহলের ধারনা, সম্ভবত মে মাসেই হবে এই পঞ্চায়েত ভোট। তার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতিও নিচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তবে প্রশ্ন রয়েছে বেশ কয়েকটি। এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ক'দফায় হবে তা নিয়েই। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, কোন পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বে থাকবে এই পঞ্চায়েত নিৰ্বাচন।

এবার সামনে চলে এল খোদ শিক্ষা সচিব মণীশ জৈনের

নাম। সূত্রে খবর, ইন্টারভিউয়ের দায়িত্ব যাঁদের হাতে

ছিল সেখানেই ইডি-র চার্জশিটে উঠে এসেছে মণীশ

জৈন-এর নাম। তবে এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার

করেন শিক্ষা সচিব মনীশ জৈন। তিনি জানান, 'প্রাক্তন

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কখনই তাঁকে কোনও ইন্টারভিউ-এ দায়িত্ব সামাল দেওয়ার কথা বলেননি।

একইসঙ্গে মনীশ জৈন বলেন, 'বিষয়টা অত্যন্ত

দুর্ভাগ্যজনক। এটা আমার কাছে চরম অপমানজনক।

আগের মন্ত্রী আমাকে কোনও দিন কোনও ইন্টারভিউ

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এক দফায় ভোট করতে ভোটকর্মীর সংখ্যার দিক থেকে কোনও সমস্যা নেই। কারণ, এবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট করতে যে প্রায় সাড়ে তিন

দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে রাজনৈতিক অনলাইনে মোটামুটি তৈরি করে ফেলেছেন জেলাশাসকরা। কিন্তু সমস্যা পুলিশ কর্মী নিয়েই। একদিনে ভোট করতে গৈলে যে সংখ্যক পুলিশকর্মী দরকার, তা নেই। একদফায় ভোট করতে হলে বুথপিছু দু'জন করে পুলিশ দিতে গেলে শুধু বুথেই মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৭৮ জন পুলিশকর্মীকে কী ভাবে মাঠে নামানো যাবে, তা নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন।

> এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পুলিশবাহিনীর জন্য পড়শি

নবান্ন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বিহার, ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। তবে এখনও কোনও জায়গা থেকেই বাহিনী নিয়ে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস মেলেনি। এদিকে বিরোধীদের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে করানো হোক পঞ্চায়েত নির্বাচন। তবে তাতে গররাজি রাজ্য সরকার। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ২৮ এপ্রিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রতিটি বুথের চূড়াস্ত তালিকার বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ করবে। আইন মাফিক এর ন্যূনতম ১২ দিন পরই কমিশনের ভোট গ্রহণ

অথবা ২১ মে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। ভোট পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারি কর্মীর পাশাপাশি শিক্ষক, ব্যাঙ্ককর্মীর পাশাপাশি কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নেওয়া হবে বলেও স্থির করা হয়েছে। শুরু হতে চলেছে ভোট কর্মী প্রশিক্ষণও। প্রতিটি জেলাশাসক এর রূপরেখা তৈরি করে কমিশন থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আইনশৃঙ্খলা আর অপরাধের তদন্ত সামাল দিয়ে একদিনে ভোটের জন্য এই বিপুল সংখ্যায় পুলিশবাহিনী মিলবে কোথা থেকে তা নিয়েই।

ক্রাহার স্থ

চলকাতা ৫ এপ্রিল ২১ চৈত্র, ১৪২৯, বধবার

'উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত', হিংসার ঘটনায় খোলা চিঠি শহরের বিশিষ্ট জনদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওডার পর হুগলি। শিবপরের পর রামনবমীর শোভা যাত্রা ঘিরে তেতে উঠেছে হুগলির শহর রিষড়ায়। পরপর দু'দিনে পরিস্থিতি এতটাই 'সিরিয়াস' হয়ে ওঠে যে রাজ্যপালকে দার্জিলিং-এ সফর কাটছাঁট করে ফিরে আসতে হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিশিষ্টজনেরা। নাগরিক হিসাবে আমরা আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন জানিয়ে খোলা চিঠি লিখলেন শিল্পী অনিৰ্বাণ ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন, অপর্ণা সেন, সজন মখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তাঁরা। রামনবমী উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে 'ধর্মীয় মেরুকরণ'-এর রাজনীতি চলছে বলে মনে করেন তাঁরা।

চিঠিতে লেখা হয়েছে. 'রামনবমীকে কেন্দ্র করে গত ছ'দিন ধরে বাংলায় যে ধর্মীয় মেরুকরণের



রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাতে নাগরিক হিসাবে আমরা আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। তীব্রভাবে এই ঘটনাবলির প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দিতে চাই। সাধারণ মানুষের প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের। সেই দায়িত্ব পালনের



ক্ষেত্রে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকারও তীব্র নিন্দা করছি। অবিলম্বে এই মেরুকরণের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি।' এই চিঠিতে সই রয়েছে, সুজন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, রেশমী সেন, ঋদ্ধি সেন, সুরজিৎ

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য,



বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত আচার্য-সহ বেশ কয়েকজনের।

অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'রামনবমী একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সেখানে যদি হিংসাত্মক ঘটনা দেখা যায়, তাহলে আর কী বলার। এটা কবে বন্ধ হবে? সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে, বাংলার পরিবেশ নষ্ট

রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে শুভেন্দু-দিলীপের ভিন্ন সুর

নিজম্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুর তাদের মেলে না। নানা বিষয়েই থাকে মতভেদ। এবার রাজ্যের আইশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল তথা রাজভবনের ভূমিকা নিয়েও দুই মেরুতে শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে খুব একটা যে সম্ভুষ্ট নন তা তাঁর ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। এদিকে বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে রাজ্যপাল সি বি আন্দ বোসের ওপর। সাম্প্রতিক ঘটনায় দিলীপে ঘোষের ধারণা, 'বৰ্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের ঠিক যা করার দরকার ছিল তিনি তা করেছেন। মানুষ যখন ভয়ের মধ্যে আছেন তখন তিনি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তো সেটুকুও করেননি।' একইসঙ্গে বিজেপির এই সর্ব ভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ বলেন, 'রাজ্যপাল নিশ্চয়ই কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেবেন।' ধনকড়ের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন. 'এক একজন রাজ্যপাল এক এক ভাবে কাজ করেন। কথাবাতা, চিন্তাভাবনা আলাদা হয়। আগের জন রাজনীতিক ছিলেন। এখন যিনি আছেন তিনি আমলা ছিলেন। কিন্তু



তিনি তাঁর পদের মর্যাদা রেখে কাজ করছেন কিনা সেটা দেখতে হবে। আমি মনে করি, বর্তমান রাজ্যপাল সমঝদার লোক। তিনি সঠিক ভূমিকা পালন করছেন, আগামী দিনেও

এদিকে শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দিলীপের বক্তব্য, 'রাজ্যপালের পদ সর্বদাই বিতর্কিত। কিন্তু আমি মনে করি না রাজ্যপালের পদ কোনও রাজনৈতিক পদ। এটি সাংবিধানিক পদ। তাঁকে নিরপেক্ষ

মৃতের পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বীরভূমের মল্লারপুরে লকআপে নাবালকের মৃত্যুর ঘটনায় মৃতের পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ মৃতের পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট স্পষ্ট জানায়, আগামী দিনে কোনও নাবালকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আগে পশ্চিমবঙ্গ জুভেনাইল জাস্টিস আইন (২০১৭) মেনে চলতে হবে পুলিশকে।

মামলাটি ২০২০ সালের অক্টোবর মাসের। সেই বছর পূজোর সময়ে সপ্তমীর রাতে ফোন চুরির অভিযোগে এক কিশোরকে আটক করে পুলিশ। তাকে মল্লারপুরের লকআপে নিয়ে আসে পুলিশ। এর পরদিন সকালে গ্রামে পৌঁছয় তার মৃত্যুর খবর। পুলিশের দাবি ছিল,

বীরভূমে কিশোর মৃত্যু



লক আপে আত্মঘাতী হয়েছে ওই কিশোর। উদ্ধার করে চিকিৎসা করানোর আগেই মৃত্যু হয়। কিন্তু কিশোরের পরিবার ও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশই পিটিয়ে মেরে ফেলেছে ওই কিশোরকে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মামলা গড়ায় আদালত পর্যস্ত। এদিন শুনানিব সমযে ভাবপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং

বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দেন, নাবালকদের গ্রেপ্তার করলে থানার লকআপে তাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা উচিত, তার প্রশিক্ষণ থাকা উচিত কর্তব্যরত পলিশ কর্তাদের। যদি না থাকে, পুলিশকে সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

সেই সময় এই মৃত নাবালকের প্রতিবেশী মঞ্জু বাউড়ি দাবি করেছিলেন, কয়েকজন মহিলা ওই নাবালককে ছাড়ানোর জন্য মল্লারপুর থানায় গেলে দেখেন, পুলিশ ছেলেটিকে মারধর করেছিল। ঘটনা সামনে আসার কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মল্লারপুর।

ক্ষুব্ৰ জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাটি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মোড়ও নেয়। এই ঘটনায় বোলপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির যুব মোর্চার নেতারা। প্রতিবেশীদের অভিযোগকে সামনে রেখে পুলিশের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা যায় তাঁদের।

এদিকে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা দাবি করেন, এই গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা

শুধু তাই নয়, স্থানীয় তুণমূলের নেতারা এ দাবিও করেন. এই ঘটনাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে চাইছে গেরুয়া শিবির। এরপরই এই মামলার জল গডায়

সরকারি রিপোর্ট না চেয়ে দিল্লিকে জানান, রাজ্যপালকে 'উপদেশ' শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়া, রিষড়ার অশান্তির জেরে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। উত্তরবঙ্গ সফর মাঝপথে ছেড়ে রিষড়ায় যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ। রাজ্যে শান্তিত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ নয়, কার্যত 'উপদেশ'-এর সুর শোনা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গলায়। কার্যত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে **छा**टलक्ष **डू**ए७ फिर्स, वित्तारी দলনেতা কী চাইছেন সেটা স্পষ্ট করে দিলেন মঙ্গলবার। বললেন, 'সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে, তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট না চেয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিল্লিকে জানান। সঙ্গে শুভেন্দর সংযোজন, 'অবিলম্বে রিষড়া ও শিবপর থানাকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হোক। একমাসের জন্য এই দু'টির দেওয়া হোক।

এর প্রত্যুত্তরে তৃণমূলের রাজ্য



সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজভবনকে এখনও পর্যন্ত ধনখড়ের মতো পার্টি অফিস হতে দেননি। তাই শুভেন্দুরা ছটফট করছেন।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রিষড়া গিয়ে কডা ভাষায় রাজ্যপাল জানিয়ে দেন দুবৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষের শাস্তিতে রিষড়ার ঘটনাতেও নিজের বক্তব্যেই

করতে হবে। প্যাশাপাশি সকলকে এক হয়ে চলার বার্তাও দেন তিনি। তবে রাজ্যপালের এই ভূমিকা সম্ভষ্ট করতে পারেন শুভেন্দু অধিকারীকে। রাজ্যে একের পর এক ঘটনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দ অধিকারী। সম্প্রতি মূলত হাওড়ার শিবপরের ঘটনা এবং ঠিক তার পরই

পরিস্থিতিতে আজকের দিনে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি, জগদীপ ধনকড়ের কথা মনে করতে চাই। বর্তমান রাজ্যপালের কাছ থেকে তাঁদের মতো ভূমিকা ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনও দেখতে পাইনি।' এর রেশ ধরে রাজ্যপালের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আমি চাই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। শিবপুর-রিষড়া নিয়ে রাজ্যের কাছ থেকে রিপোর্ট না চেয়ে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিল্লিকে জানাক তিনি।'

দলনেতাকে। তিনি জানান, 'এরকম

শুভেন্দুর এই মন্তব্য সামনে আসার পরই বিরোধী দলনেতাকে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের রাজ্যা সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কুণাল এদিন বলেন, 'রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এখ বিজেপির এজেন্ট হতে পারেনন। বাঁচার অধিকার আছে। তা নিশ্চিত অন্ড থাকতে দেখা যায় বিরোধী তাই শুভেন্দুরা ছটফট করছে।

জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলে সাময়িক বন্ধের নোটিস

ছবি-অদিতি সাহা

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে 'টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের' নোটিস ঝুলল জগদ্দলের অ্যাঙলো ইন্ডিয়া জুটমিলের গেটে। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাচিং থেকে তাঁত বিভাগে কাজ বন্ধ রাখা হল। ওই মিলের তাঁত বিভাগে পুরানো মেশিন তুলে ফেলার অভিযোগ ঘিরে সোমবার সকাল ১১টা থেকেই গভগোলের সত্রপাত হয়। অভিযোগ, তাঁত বিভাগের শ্রমিক মহম্মদ নাসিম, খুরশিদ আলি, মহম্মদ কালামউদ্দিন ও মহম্মদ আজাহারউদ্দিন কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হন। এই ঘটনার জেরে মিলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আলিপর চিডিয়াখানায় জন্ম নিল জিরাফ শাবক।

ওইদিন বেলা দুটো নাগাদ শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গেলে তাদেরকে ওই চার জন কাজ করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এর ফলে



মিলে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। অভিযোগ উঠেছে, রাতে গন্ডগোল পাকিয়ে তাঁত বিভাগের ওই চার জন শ্রমিক মিলের ভেতরে বিশুঙ্খলার

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা সে

পরিস্থিতি সামাল ঘটনাস্থলে আসে ব্যাফ-সহ ভাটপাড়া থানার পুলিশ। মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় মিল কর্তৃপক্ষ। নোটিসে উল্লেখ, তাঁত বিভাগের ওই চারজনকে গেটের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে। তাঁত বিভাগের শ্রমিক আমজাদ আলি বলেন, 'রবিবার পুরো মিল সাইড বন্ধ ছিল। সোমবার রাতে তাঁত ঘরে মেশিন তুলে দেওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে মিলে বাঁশি বাজেনি। তবে শ্রমিকরা চাইছেন, বিবাদ মিটে অবিলম্বে মিলে উৎপাদন চালু হোক।'

ওই মিলের ইনটাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গিরিশ প্রসাদ বলেন, 'তাঁত ঘরে পুরানো চারটে মেশিন তুলে পাশেই বসানো হয়েছে। একটা মেশিন ভেঙে গেছে। কর্তৃপক্ষ ওই মেশিনটিকে মেরামতি করে দেবে বলেছে। তা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে তাঁত বিভাগের চার জন শ্রমিক ঝামেলা পাকিয়েছে। তার জেরেই মিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।'

তিল্জলা খুনে 'তান্ত্ৰিক' ভাঁওতাবাজি! যৌন লালসা মেটাতেই হত্যাকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলজলায় ৭ বছরের নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ ও খনের ঘটনায় ফের নয়া মোড়। সন্তানকামনায় তান্ত্রিকের পরামর্শে 'নরবলি'-র তত্ত্ব প্রথমে উঠে এলেও, জানা গেল যৌন লালসা চরিতার্থ করতে এই কাজ করেছে অভিযুক্ত।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় অলোকের স্বীকারোক্তি কোনও তান্ত্রিক ছিল না। তান্ত্রিকের কথা বললে সাজা কম হতে পারে, তাই একথা বলেছিল সে। অলোকের গল্প শুনে গত কয়েকদিন ধরে সেই তান্ত্রিকের অনেক খোঁজ করলেও তেমন কাউকে পায়নি কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকেরা। এরপর খোদ



অলোককে নিয়েও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালানো হয়। তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এরপরই পুলিশ লাগাতার জেরা করে ওই অলোক কুমারকে। অবেশেষ তান্ত্রিকের যে যোগ নেই তা স্বীকার করে অভিযুক্ত অলোক কুমার। পুলিশ সূত্রের দাবি করা হয়েছে, বিকৃত যৌন বাসনা থেকেই ওই শিশুকে অপহরণ করে

খুন করে অভিযুক্ত। খুনের কারণ

জানতে চলে টানা জেরা। জেরায় অলোকের বিকত যৌন মানসিকতার বিষয়টি সামনে আসে। শুধু তাই নয়, তদস্তকারী আধিকারিকেরা এও জানান, নীল ছবির প্রতি আকর্ষণ ছিল অলোকের। তার ফোনে একাধিক এই ধরনের অশালীন ছবিও রাখা ছিল। সারাদিন সেসব ছবিই দেখত সে। খনের পরও ঘরে বসে নাকি মোবাইলে পর্ণ ছবি দেখে ছিল। আর এই নিষিদ্ধ নীল ছবি দেখেই শিশুটিকে অপরহণের ছক কষেছিল অলোক কুমার। খুনের পরও ঘরে বসে পর্ণ ছবি দেখে সারাদিন। তাই কোনও তান্ত্রিকের নির্দেশে নয়, যৌন লালসার জেরেই শিশুটিকে খুন করেছে বলে ধৃত অলোক জেরায় জানায়।

শেষ করতে ৪ বছর

প্রতিবেদন, কলকাতা: দাড়িভিটে স্কুলের মাঠে গুলিচালনার ঘটনায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থারের প্রশ্নের মুখে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার দাড়িভিটের ঘটনায় বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থা প্রশ্ন তোলেন, দাড়িভিটের তদন্ত শেষ করতে চার বছর কেন লাগল

সিআইডি-র? প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে দুই ছাত্রকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে ধরনা শুরু করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। আর এরই রেশ ধরে বিচারপতি মাস্থা প্রশ্ন করেন, যে পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তাদের কি

ব্যাপারেও। পাশাপাশি বিচারপতি মাস্থা এও জানতে চান, জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকলে তারা কী জানিয়েছেন সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি তিনি এও উল্লেখ করেন, দাড়িভিটে যেদিন গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছিল সেদিন সাংসদ, বিধায়ক, উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এই সব হাই প্রোফাইলদের জিজ্ঞাসা করেও কী তথ্য মিলছে তাও জানতে চান বিচারপতি। এদিকে এদিন রাজাশেখর মান্থা প্রশ্ন তোলেন, ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গুলির খোল উদ্ধার করলেও সেগুলি সিআইডিকে হস্তান্তর করা হয়নি। কেন এই অভিযোগ উঠছে তা

প্রশ্ন বিচারপতি মান্থার



দাড়িভিটের ঘটনা সম্পর্কে বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থা এদিন জানান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুসন্ধান করে সিবিআই তদন্তের পক্ষে সুপারিশ করে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন প্রথমে অনুসন্ধান করলেও পরে তারা সরে আসে। আর এখানেই বিচারপতির প্রশ্ন, 'কেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এই ঘটনা থেকে সরে আসেন তা নিয়েও। জানতে চান এই ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্য কী সে ব্যাপারেও। এরপরই কেস ডায়রি তলব করা হয় আদালতের তরফ থেকে। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৯ এপ্রিল।

ঝালদায় মিছিল করতে চেয়ে হাইকোর্টের দারস্থ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩০ হাজার লোক নিয়ে ঝালদায় মিছিল করতে চায় কংগ্রেস। অনুমতি চাইতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁদের এই আর্জিতে বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থা কংগ্রেসকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেও, মামলা শুনবেন কিনা, তা স্পষ্ট করেননি। বিচারপতি মাস্থা এদিন জানিয়ে দেন, তিনি বেশ কিছু মামলা আর শুনতে আগ্রহী নন। তাই সেই সব মামলা তিনি রিলিজ করে দেবেন। সেই তালিকায় কংগ্রেসের এই মামলাও থাকবে বলে স্পষ্ট করে দেন।

তবে মামলা দায়ের হওয়ায় আশার আলো কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিচারপতির পর্যবেক্ষণ শুনে ঝালদা পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা ঝালদার শহর কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কয়াল জানান, 'বিরোধী দল জনসভা কিংবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে চাইলেই সরকার ও সরকার মদতপুষ্ট পুলিশ বাধা দেয়। কখনই পুলিশ অনুমতি দেয় না। সরকারের এত ভয় কীসের? হাইকোর্ট কী বলে, সেটা দেখব।'

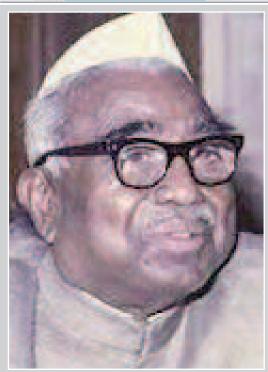
এদিকে কংগ্রেস শিবির সূত্রে খবর, আগামী ৮ এপ্রিল ঝালদায় প্রায় ৩০ হাজার লোকের মিছিল করতে চায় কংগ্রেস। সেই মিছিলে পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। অনুমতি চেয়েই বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে দ্বারস্থ হয় কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিচারপতি মাস্থা এই নিয়ে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। সোমবারই এই বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থার এজলাসেই দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কারণ, সোমবার তাঁর পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার ঝাঁকড়ার স্কুল মাঠে যে ভা করার কথা ছিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেই সভায় অনুমতি দিলেও, স্কুলের পরিচালন কমিটি নারাজ হওয়ায় সভায় অনুমতি দেয়নি পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে বিচারপতি রাজাশেখ র মান্থার এজলাসে মামলা করেন শুভেন্দু অধিকারী। দ্রুত সেই মামলা শুনে সভা করার অনুমতিও দেন বিচারপতি

বুদ্ধ, অশোকের মতো মানুষের পায়ের ছাপ রয়েছে, সেখানেও উপযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠল না

> চৈত্রের এই তীব্র দাবদাহের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, তথা বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক শশাঙ্কের রাজধানী হিসেবে পরিচিত কর্ণসুবর্ণ বা সাবেক কানসোনা ভ্রমণের সময় 'টাইম ট্রাভেল' করার কথা মনে পড়ে যায়! আমাদের অতীতের অন্তঃস্তলে গেঁথে থাকা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য, উভয়ই আমাদের টেনে নিয়ে যায় এই ধরনের ইতিহাসের ফেলে যাওয়া নিদর্শনগুলির কাছে। এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণই প্রাচীন যুগের স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রথম রাজধানী। অথচ, এমন একটা গুরুত্ব বহনকারী স্থানই বর্তমানে রয়েছে চরম অবহেলায়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কলকাতা মণ্ডলের তরফ থেকে যৎসামান্য খুঁজে পাওয়া অস্তিত্বগুলিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য চার দিকে থাকা ভগ্নপ্রায় প্রাচীরটিকে পুনরায় মেরামত করার প্রচেষ্টা চলছে দেখে ভালই লাগল। তবে বিস্তারিত জানার জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা ইতিহাসকে সামনে আনতে বৃহদাকারে এই এলাকায় খননকার্য চালান। অস্তিত্বের সঙ্কটে থাকা একদা 'রাজধানী' শহরটি দেখতে দেখতে আমার বার বারই মনে পড়ছিল ইতিহাসের বইতে পড়া, হিউয়েন সাঙ্কের সুস্পষ্ট বর্ণনাগুলি। এলাকাটি নিচু, স্যাঁতসেঁতে হওয়া সত্ত্বেও ছিল বেশ জনবহুল, বসবাসকারী মানুষজন ছিলেন বেশ ধনী! নিয়মিত চাষবাস হত, ফুল ও ফলের প্রাচুর্য ছিল এবং এখানকার আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। জনগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। হয়তো সেই জন্যই গড়ে উঠেছিল ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে প্রাচীন 'রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার', যেটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও প্রাচীন বলে হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকেই প্রমাণ মেলে। অথচ, এখন শুধুমাত্র অবহেলার কারণে কার্যত গোচারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই সংরক্ষিত এলাকাটি। পরিশেষে বলা যায়, গৌতম বুদ্ধ, সম্রাট অশোকের মতো মানুষের পায়ের ছাপ যেখানে রয়েছে, সেখানে আজও উপযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠল না, এটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

জন্মদিন

আজকের দিন



১৯০৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগজীবন রামের জন্মদিন। ১৯৪৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুখেন্দুশেখর রায়ের জন্মদিন। ১৯৭৭ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মিথিল দেবিকার জন্মদিন।

विजेश की जन এবং বিশ্ব রাজনীতি

এস ডি সুব্রত

সাধারণভাবে শীতলযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই তথা স্নায়ুযুদ্ধ বলতে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে একে অপরকৈ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক কিংবা ভিন্ন আঙ্গিকে পরাজিত করার কৌশলকে বুঝানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থাৎ চল্লিশ দশকের শেষ লগ্ন থেকে শীতল যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় স্নায়ু যুদ্ধের সময়কালটা ছিল ১২ মার্চ ১৯৪৭ থেকে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ পর্যস্ত। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার শীতল যুদ্ধের ফলে বিশ্বে এর নানা প্রভাব দেখা গেছে। যা নকই দশকের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে শীতল যুদ্ধ বা cold war তথা স্নায়ুযুদ্ধ একটি পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুক্তরাস্ট্রের নাগরিক ওয়াল্টার লিপম্যান সংবাদপত্রে প্রথম cold war শব্দটি ব্যবহার করেন। এ শব্দের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। শীতল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন ঘটেছিল। মূলত, দুই ধরনের মতাদর্শ অর্থাৎ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়েছিল বিশ্ব। বেড়েছিল পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা।

তৈরি হয়েছিল ন্যাটো, ওয়ারশের মতো নতুন নতুন সামরিক জোট। সময়ের পরিক্রমায় ১৯৯১ সালে ১ জুলাই ওয়ারশ জোটের পতন ঘটলেও ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাটো জোট এখনো অস্তিত্ব বজায় রেখে টিকে আছে স্বরুপে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ের প্রথমদিকে ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধ দুই বিশ্ব পরাশক্তিকে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়েছিল। সে সময় উত্তর কোরিয়াকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা ভূমিকা পালন করে মস্কো। অন্যদিকে ওয়াশিংটন দক্ষিণ কোরিয়ার গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে অনস্বীকার্য দায়িত্ব পালন করে। সেই সঙ্গে উভয় দেশ প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ১৯৫৩ সালে ২৭ জুলাই জাতিসংঘের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দীর্ঘ ৭০ বছর পরও কোরিয়া ভূখণ্ডে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং সময়ের পরিক্রমায় বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে শীতল যুদ্ধ বিরাজ করছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোরিয়া ভূখণ্ড চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা যুক্তরাষ্ট্র। কার্যত, দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি। সেই সঙ্গে কোরিয়া সীমান্তে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সামরিক মহড়া ভালো চোখে দেখে না কিম জং উন প্রশাসন। ফলে দিন দিন বাড়ছে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও চাপা উত্তেজনা। পিয়ং ইয়াং যতটা সিউলকে শত্রু হিসেবে মনে করে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি ওয়াশিংটনকে শত্রু হিসেবে মনে করে। কারণ পারমাণবিক ইস্যকে সামনে রেখে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ওয়াশিংটন এবং কিম প্রশাসনকে দুর্বৃত্তায়ন রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্র। কার্যত, স্নায়ু যুদ্ধকালে কিউবা সংকট ছিল বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা বিশ্বের দুই পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছিল। ১৯৫৯ সালে কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এই সংকটের সূত্রপাত। বলতে দ্বিধা নেই, যুক্তরাস্ট্রের অতি নিকটবর্তী কিউবায় সমাজতন্ত্রের উত্থান ওয়াশিংটন ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। সেখানে দেখা যায় নব্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাতের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। যার ফলে কিউবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাস্ত্রো প্রশাসন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়। সংগত যে, চুক্তি মোতাবেক মস্কো ১৯৬২ সালে হাভানায় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কিউবায় যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না এমন প্রতিশ্রুতি ও আলোচনা সাপেক্ষে ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে মস্কো। ফলে তৎকালীন উত্তপ্ত পরিবেশ কিছুটা প্রশমিত হয়। কালক্রমে সমাজতন্ত্রের বাতিঘর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটার পরও যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কিউবায় এখনো সমাজতন্ত্র টিকে আছে। বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুকালে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি পৃথক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ষাট ও সত্তর দশকের দীর্ঘকাল ওয়াশিংটন ভিয়েতনামে সামরিক আগ্রাসন চালায়। কিন্তু এ যুদ্ধে সুবিধা করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। বরং ১৯৭৩ সালে ওয়াশিংটন বাধ্য হয়ে যুদ্ধ অবসানের

লক্ষ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। সেই সঙ্গে লেজ

গুটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ফলে

১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েতনাম একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়

সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। যেখানে অকার্যকর হয়

তথাকথিত যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্লোগান। ভিয়েতনাম

যুদ্ধ ছিল স্নায়ুকালে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মার্কিনিদের বড়

পরাজয়। অন্যদিকে স্নায়ুযুদ্ধের শেষ দশকে সোভিয়েত

ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। যার অন্যতম

লক্ষ্য ছিল সোভিয়েতপস্থি বারবাক কারমাল সরকারকে



স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের উষ্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে এসে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে স্নায়্যদ্ধের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বের বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটকে দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধ বা second Cold war তথা দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে স্নায়ুযুদ্ধ। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুক্তরাস্ট্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে চীনের অদম্য অর্থনীতি অগ্রগতির গতিরোধ করা। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধের রূপ ছিল এককেন্দ্রিক। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে বর্তমান তা মূলত দ্বি-মেরূকরণের রূপ নিয়েছে। বিশ্লেষকরা দ্বি-মেরূকরণকে Cold war বা শীতল লড়াইয়ের নতুন রূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি মস্কোর। ভৌগোলিক অবস্থানে রহস্যঘেরা আফগানিস্তান যুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে ১৯৮৮ সালে গরবাচেভ সরকার সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। তার মাত্র তিন বছর পর ১৯৯১ সালে ডিসেম্বর মাসে খণ্ড-বিখণ্ড হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। তখন শীতল যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মস্কো। যার ফলে আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে স্নায়ুযুদ্ধ নামক দীর্ঘ অধ্যায়ের। বিশ্লেষকরা মনে করেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পেছনে আফগান যুদ্ধে ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে বলা যায়।

উল্লেখ্য যে স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের উষ্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ চীন যুক্তরাস্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে এসে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধ বা second Cold war তথা দ্বিতীয় স্নায়্যুদ্ধের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে স্নায়ুযুদ্ধ। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে চীনের অদম্য অর্থনীতি অগ্রগতির গতিরোধ করা। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধের রূপ ছিল এককেন্দ্রিক। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে বর্তমান তা মূলত দ্বি-মের্করণের রূপ নিয়েছে। বিশ্লেষকরা দ্বি-মেরূকরণকে Cold war বা শীতল লড়াইয়ের নতুন রূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর ২০১৫ সালে আরব বসন্তের পর কঠিন সময়ে সিরিয়া সরকারকে সহযোগিতা করে মস্কো। এতে পতনের হাত থেকে রক্ষা পায় আসাদ প্রশাসন, যা মস্কোর জন্য বড় সামরিক সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও দেশটিতে এখনো গৃহযুদ্ধ বিদ্যমান কিন্তু সরকার পতনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এর আগে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া অঞ্চল

দখল করে রুশ বাহিনী, যা মস্কোর সামরিক আগ্রাসনের বহিঃপ্রকাশ। বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির কূটচাল জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করেছে। যেখানে ওয়াশিংটনের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে বেইজিং ও মস্কো। উল্লেখ্য, ট্রাম্প থেকে বাইডেন কিংবা আগামীতে যে কেউ যুক্তরাস্ট্রের ক্ষমতায় আসীন হোক না কেন চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে कर्छात नीि कथरना পतिवर्जन घर्षेत ना। जन्यिति, নিকট ভবিষ্যতে ক্রেমলিন এবং চীনের সরকার পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে ওয়াশিংটনের চেয়ে রাশিয়া ও চীনের সুদূর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে, তা অনুমেয়।

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তি দেশগুলো একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেসব পরাশক্তি দেশ বিংশ কিংবা একবিংশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তারা প্রত্যেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এরই মধ্যে পারমাণবিক শক্তিধর ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি দেশ পারমাণবিক উত্তেজনা প্রশমনে একমত হয়েছে। কিন্তু একে অপরকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বর্তমানের মতো ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ত্রিদেশীয় অকাস চুক্তি। কিংবা জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি হচ্ছে এশিয়া অঞ্চলে চীনকে চাপের মধ্যে রাখার পরোক্ষ কৌশল। অন্যদিকে, ইউরোপ অঞ্চলে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোকে ব্যবহার করবে তা অনেকাংশ

বর্তমান ইউক্রেন এবং রাশিয়ায় যুদ্ধ বিরাজ করছে। কার্যত যুদ্ধ প্রশমনে কূটনীতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও ঐকমত্যে পৌঁছায়নি কোনো পক্ষ। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ দ্বিতীয় বছরে গড়াল। বর্তমান বেইজিং ও মস্কোর সম্পর্ক যেকোনো সময়ের তুলনায় উষ্ণ। চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিক সমৃদ্ধ দেশ । অন্যদিকে, সামরিক দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মস্কো। বিশ্লেষকদের অভিমত, চীনের উত্থানকে দমিয়ে রাখতে পশ্চিমা বিশ্ব দুটি কৌশল মবলম্বন করছে। প্রথমত, চানের বিরুদ্ধে উইঘর মুসলমানদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। দ্বিতীয়ত, তাইওয়ানের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে পরোক্ষভাবে চীনের বিরুদ্ধে সামরিক এবং অর্থনৈতিক জোট গঠন। এরই মধ্যে ওই স্ট্রাটেজি অনেকাংশ বাস্তবায়ন করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। উল্লেখ্য, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা এবং ২০২২ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে কূটনীতিক, না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েক দেশ। যদিও প্রশ্ন থেকে যায় উপরোক্ত পদক্ষেপের ফলে আসলেই কি বেইজিংকে দুর্বল করা সম্ভব! অন্যদিকে, রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব পদক্ষেপ নিতে যে মুখিয়ে থাকবে তা অনুমেয়। ২০১৪ সালে মস্কো ক্রিমিয়া দখল করলে এর প্রতিবাদে বাদ্যস্ত্র্যা-৮ থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুকে ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহার করবে। যেখানে পরোক্ষভাবে বেইজিং ও মস্কোকে দমিয়ে রাখা প্রধান চ্যালেঞ্জ। এখন দেখার বিষয় , চীন-রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের রাজনীতি কোনদিকে মোড় নেয়। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে সহিংস দুটি বিপ্লবের উত্তরাধিকারীরা মস্কোতে একটি সাম্প্রতিক বৈঠকে হাত মিলিয়েছেন এবং তাদের 'নতুন যুগের জন্য সমন্বয়ের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব' নিয়ে আলোচনা করেছেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শি জিনপিং এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে এই সম্পর্ক নিয়ে পশ্চিমের অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইউক্রেনে পুতিনের আক্রমণকে চীনের অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রকাশ্যে সমর্থিত করা হচ্ছে বলেও কেউ কেউ মনে করছেন। এই যুদ্ধকে বিশ্লেষকরা বলছেন পুনরুদ্ধার করা রাশিয়া-চীন অক্ষের প্রথম ভূ-রাজনৈতিক পণ্য এবং দুটি রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তন যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্নায়ু যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি দ্বারা কখনো পূরণ হয়নি। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক পল নিটজের মতে, বিগত পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বিশ্ব প্রচণ্ড সহিংসতার দুটি বৈশ্বিক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে এবং রুশ এবং চীনা বিপ্লবের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email: dailyekdin1@gmail.com

'মাকে খুন করেছি, বড়ি বাড়িতে' শুনেই চৌখ কপালে উঠল পুলিশের

না! কী করব? শেষে ধন্দ কাটিয়ে থানায় ঢুকে মাকে খুন করার কথা স্বীকার করল যুবক।

কথা শুনে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল পুলিশই। শেষে সমস্ত কথা শুনে তদন্ত করতেই বেরিয়ে এল

সোমবার রাত দেড়াট নাগাদ নারায়ণপুর থানার সামনে ইতঃস্তত ঘুরে বেরাচ্ছিলেন বছর তিরিশের এক যুবক। তা নজর পড়ে থানারই এক কনস্টেবলের। থানার সামনে এরকম উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরার

নিজেই ঢুকে পড়ে থানার ভিতর। তারপর কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারেকর কাছে এক লাইনের স্বীকারোক্তি, স্যার, মাকে খুন করে এসেছি, বডি বাডিতে।' স্বাভাবিক ভাবেই বছর তিরিশের এক যুবকের এমন কথায় হতভম্ব হয়ে নারায়ণপুর যান থানার পুলিশকর্মীরা। এরপই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লদী সাঁতরার দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোও হয়।

নারায়ণপুর পুলিশ সূত্রে খবর,

৪৯। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বাচল ২১ নম্বর লেনে মায়ের সঙ্গে থাকত সোমনাথ। বউ নিয়ে সংসাবে বোজগাব না থাকায

নারায়ণপর

অশান্তি শুরু হয়। শেষে বউ

বাবার কাছে গিয়ে থাকতে শুরু করে। তারপর মা-ছেলেই বাড়িতে থাকতেন। জানা গিয়েছে, লদী একটি বেসরকারি সংস্থায় ছোটখাটো কাজ করে সংসার

থেকে টাকা চাইতেন তিনি। তা নিয়েই নিত্য অশান্তি হত। যার ফলে সংসারে আর্থিক অনটনে চলছিল। সোমবারও মায়ের সঙ্গে বিবাদ হয় সোমনাথ সাঁতরার। তার অনুযায়ী, চলাকালীনই মায়ের গলা টিপে ধরে সে। এরপর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মা। বেশ কিছুক্ষণ ঘরেই বসে থাকেন তিনি। তারপর পোশাক বদলে সোজা চলে যান থানায়। নারায়ণপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। এরপরই

পুলিশ।

তিয়ে দেখছেন তাঁরা।

হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের যেমন পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, সেই ভাবেই নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা হবে। বিদ্যালয়ে কোনও ক্যাম্প করা হচ্ছে না। স্থান পরিবর্তন করে অনুরাগপুরে একটি ময়দানে ক্যাম্পের আয়োজন করা

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের মাদারিহাট টুরিস্ট বাংলোর কনফারেন্স হলে 'বক্সা জাতীয় উদ্যান', 'গরুমারা জাতীয় উদ্যান' ও 'জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান'-এর সোমনাথের এক প্রতিবেশীও বনদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, 'রাত ১টায় থানা গিয়ে বলেছে, মাকে মেরে দিয়েছে। সংসারে ঠিক কী নিয়ে অশাস্তি ছিল, তা তো সেভাবে বলতে পারব না। তবে ছেলেটা সবসময়ই ফোন নিয়ে থাকত।' পুলিশে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার পিছনে কেবলই কি মানসিক অবসাদ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খ

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ রাজ্যের মুখ্য বনপাল এবং পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তর এর

ব্যবসায়ীর ওপর হামলা, সোনা, টাকা ছনতাই

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 9331059060

পাবলিক নোটিশ

সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে দাগ নম্বর ২১২, ২১৭, ১৮৫, ১৮৪, ১৮৮, ১৮২ ১৮৩, ২১৬, ২৫২, ২৮১, ৮২, ২০৪, ১৯৬, ২৮৩, ১৮৩, ২১৫, ২৮০, ২১৩, ২১৪, ২০৪, ১৯৭, ২১১, ২১২/৪৭, ১৫৬, চকপারান (ভি) বজবজ (টি), দক্ষিণ ২৪ প্রগ্না, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ৬.১১ হেক্টর জুড়ে থাকা ডিস্টিলারি (এথানল ক্যাপাসিটি ২০০ কেএলপিডি) **শ্রী** রাজেশ খান্না কর্তৃক উন্নয়নকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ছাডপুত্র (এমওইএফসিসি) অর্ডার নং ইসি২২এ০২২ডব্লিউবি১৭৮৫৯৬ ২৮.১১.২০২২ লাভ করেছে। পরিবেশ ছাড়পত্রের কপি কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে পাওযা যাবে।

শ্রী রাজেশ খানা

Kakali Das

শোভাযাত্রায় হামলা! বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় জেলায় রামনবমীর মিছিলে হামলা হয়েছে অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার ওন্দা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ওন্দা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখার নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ওন্দা থানার সামনে বসে পড়েন এবং সেখানেই দীর্ঘক্ষণ তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে ওন্দা থানা চত্বর। যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অত্যন্ত সতর্ক ছিল



ওন্দা পুলিশ প্রশাসন। এ দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ওন্দা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা ছাড়াও ওন্দার বিজেপির যুব নেতা কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিজেপি নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। ওন্দা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে প্রশাসন যাতে সজাগ থাকে সে কারণেই থানাতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হল।

নিদিয়ায় দুয়ারে সরকার-এ ব্যাপক সাডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কৃষ্ণনগর: দুদিনে নাদয়া জেলায় দুয়ারে সরকারে আগত উপভোক্তার সংখ্যা এক লক্ষ আঠাশ হাজার ছাডালো। নদিয়ায় জেলাজডে দৈনিক প্রায় যাট হাজার মানুষ দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন শিবিরে আসছেন। এই নিয়ে মঙ্গলবার নদিয়ার জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি জানান, দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য ১৬০০ হাজার টিম কাজ করছে। সমস্ত কর্মীদের দুয়ার সরকারের কাজে নামানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ছিল দুয়ারে সরকারের দ্বিতীয় দিন। এদিন নদিয়া জেলায় ১০২৯টি শিবিরের আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে স্থায়ী শিবির ছিল ৮০৬টি আর মোবাইল ক্যাম্প ছিল ২২৩টি। এদিন ৬৩ হাজারের বেশি মানুষ দুয়ারের সরকারের শিবিরে পরিষেবা নিতে আসেন। দুদিন মিলিয়ে নদিয়া জেলা ১ লক্ষ ২৮ হাজার মানুষ দুয়ারে সরকারের শিবিরে এসেছেন।

মায়ের কাছে ঘুমোচ্ছিল শিশু, ভাঙল না আর ঘম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হল তিন বছরের শিশুর। প্রাথমিকভাবে অনুমান সাপের কামড়েই এই ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে ছাতনা ব্লুকের ঝুঞ্জকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জামথোল গ্রামে। মৃতের নাম বিউটি রায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জামথোল গ্রামের বসিন্দা বিনোদ রায়ের তিন বছরের শিশু কন্যা বারান্দায় দুপুরে খেলা করছিল। এরপরে বাড়িতে মায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পরও ঘুম না ভাঙলে পরিবারের লোকের সন্দেহ হয়। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি নিয়ে যায় ছাতনা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে তাকে। কীভাবে মৃত্যু হল শিশুর, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মৃতের কাকা বলেন মৃত্যুর কারণ হিসেবে আমরা সন্দেহ করছি সাপের কামড়কেই।

পরীক্ষা বন্ধ করে 'দুয়ারে সরকার'! বিতর্ক শুরু হতেই জায়গা বদল



নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: স্কুলে বসবে 'দুয়ারে সরকার'-এর ক্যাম্প। সে জন্য নির্ধারিত পরীক্ষাও বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে, বদল হল 'দুয়ারে সরকার'-এর স্থান।

৫ এপ্রিল বুধবার কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রেলওয়ে কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছিল পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। এই বিষয়ে এলাকা জুড়ে মাইকে প্রচার করাও হয়। 'দুয়ারে

নিজম্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:

সস্তানদের অত্যাচার সহ্য করতে না

পেরে অবশেষে মহকুমার পুলিশ

আধিকারিকের দ্বারস্থ হলেন ৮০

বছরের এক বৃদ্ধা। লদী বালা

সরকারের বাড়ি পূর্বস্থলি থানার

মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের চর

চুয়াডাঙা গ্রামে। বৃদ্ধার ছয় ছেলে

কয়েকজন অসৎ ভাবে অবলম্বন

দলিল করে নিয়েছে। তারপরেই

বৃদ্ধাকে তার স্বামীর ঘর থেকে বার

করে দেওয়া হয়। এদিক ওদিক

ঘোরাঘুরি করে, শেষ পর্যন্ত স্বামীর

বাড়ি থেকে দূরে থাকা এক সন্তানের

দুই মেয়ে মায়ের এই করুণ অবস্থার

কথা জানতে পারেন। তাঁরা এসে

প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপমানিত

হন বলে অভিযোগ। সন্ধ্যা মজুমদার

তদন্ত শুরু করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

ভিন রাজ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়া

কাছে তাঁর আশ্রয় হয়েছে।

বৃদ্ধার অভিযোগ, সন্তানদের

এবং দুই মেয়ে ।

সরকার' ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল স্কুলের তরফ থেকে। তা জানাজানি হতেই প্রকাশ্যে সমালোচনায় সরব হয় বিজেপি

বর্ধমান সদরের বিজেপির

কাকসা

জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা অভিযোগ তোলেন, 'দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে ভাঁওতাবাজি শুরু করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার জেরে কাঁকসার বিভিন্ন

ও শ্রীলেখা সরকার শর্মা, বৃদ্ধার

মেয়েরা সোমবার মাকে নিয়ে বিচার

চাইতে আদালতে এসেছিলেন।

সরকারি ছটি থাকায় কালনা মহকমা

শাসককে অভিযোগ জানাতে না

পারলেও, তাঁরা কালনা মহাকুমা

পুলিশ আধিকারিকে লিখিত

অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি

কালনা আদালতেও একটি মামলা

বেদনাদায়ক। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা

করব বৃদ্ধাকে এই অন্যায়ের বিচার

পাইয়ে দেওয়ার।' অন্য দিকে বৃদ্ধার

বড় ছেলে গৌরাঙ্গ সরকার ফোনে

জানান, 'মায়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ

অসত্য ও ভিত্তিহীন। আমরা কেউ

মাকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে

দিইনি। আর ভাই-বোনেরা যে যার

পৈতৃক সম্পত্তির দাবিদার তাদেরও

আমরা সম্পত্তির ভাগ দিতে রাজি

আইনজীবী সিদ্ধার্থ শংকর

দায়ের করা হয়েছে।

করে জমি জায়গা নিজেদের নামে মণ্ডল বলেন, 'ঘটনাটি খুবই

আছি।'

ট্রাক্টর উল্টে গিয়ে

চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নিজের জমি থেকে কৃষি কাজ সেরে খালি ট্রাক্টর

নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাক্টর উল্টে গিয়ে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের।

घটनाि घटिए प्रक्रलवात पुश्त ১ हो नाशाप नविष्ठी थानात कािनशत

এলাকায়। মৃত যুবকের নাম দিব্যেন্দু কোলে ওরফে অয়ন। স্থানীয় সূত্রে জানা

গিয়েছে, নবদ্বীপ থানার মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদগোপ পাড়ার বাসিন্দা

দিব্যেন্দু কোলে এই দিন দুপুরে কালিনগরের ভাগীরথী নদী সংলগ্ন এলাকায়

নিজের কৃষি জমিতে ট্রাক্টরের সাহায্যে মাটি কেটে উঁচু করার কাজ করছিলেন।

জমির কাজ শেষ করে তার ট্রাক্টর চালক চলে যায়। এরপর খালি ট্রাক্টর নিয়ে

বাড়িতে ফেরার পথে কোনওভাবে ট্রাক্টরটি উল্টে গিয়ে তার নীচে চাপা পড়ে

যায় দিব্যেন্দু। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের লোকজন

তাঁকে উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনার পর

জমি হাতিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে

সন্তানরা, প্রশাসনের দ্বারস্থ বৃদ্ধা

এলাকায় স্কুল বন্ধ করে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করা হচ্ছে। তৃণমূলের এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন মানুষকে ভুগতে হবে এমনটাই অভিযোগ তাঁর।'

এ নিয়ে বিতর্ক হতেই কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানান, স্কুল বন্ধ করে কখনোই কোনও কাজ করা যাবে না। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছিল। সেই বিষয়টা না জেনেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় দ্রুত অনুরাগপুর সংলগ্ন এলাকায় বিকল্প ভাবে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা

ঢাক-ঢোল

পিটিয়ে শো

কজেরজবাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:

মেজাজে শো-কজের জবাব

দিলেন শিক্ষকরা। মঙ্গলবার

দুপুরে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়

থেকে ঢাক-ঢোল সহযোগে

মিছিল করে জেলা বিদ্যালয়

পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এর

দপ্তরে গিয়ে 'শো-কজে'র

প্রসঙ্গত, বকেয়া ডিএ

প্রদান সহ একাধিক দাবিতে

জবাব দেন।

বাঁকুড়াতেও উৎসবের

রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে

চম্পট দেয়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা বিষয়টি বৃঝতে ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যায় বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং সেখানে

রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্ৰক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং

কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে

২০১৪ সালের কোম্পানি ইনকর্পোরেশন নসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

আনমোল টেডলিঙ্কস প্রা. লি. (CIN U51909WB1995PTC076043) রেজিস্টার্ড অফিস্ ৩য় তল, রূপসাগ্র অ্যাপার্ট মেন্ট, এইচডি/২৮/২ সকুলাল বাণ্ডয়াইলেন, বাণ্ডইপাড়া. কলকাতা ০০৫৯ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে ৩১ মার্চ এতখা সাবাদেশ বাতি অপ্তর্গ করিছে সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব(গুলি) অনুযায়ী মেমোর্যাভাম অফ্ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে গুজরাত রাজ্যে সরিয়ে নেওয়ার নির্ধারণ নিমিত কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধার অধীনে আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়ায় যক্ত।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ভ অফিস পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের কর্ম এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) মাধ্যমে অথবা রেজিস্টার্ড পোস্টে হলফনামা দ্বারা আপত্তির কারণ এবং স্থার্থের ধর্ম জানিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টান রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ॥ এমএসও বিভিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা -৭০০০২০ নিক্ট নোটিশ প্রকাশের ১৪ (চোদ্ধ) দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি

মেসার্স আনমোল ট্রেডলিক্ষস প্রা. লি.-এর পক্ষে সঞ্জয়কমার গোবিন্দ প্রসা

তারিখ - ০৪ ০৪ ১০১৩

আইএনসি - ২৬

কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে,

রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,কর্পোরেট

বিষয়ক মন্ত্ৰক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) মাধ্যমে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা

সম্পর্কিত

এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন)

দেবনদী অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড (CIN

U74110WB2005PTC105642) রেজিস্টার্ড অফি . খাইক প্রেস. ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি অবগত করা *হচে*ছ সোমবার

৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির অতিরিত্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী

মেমোর্যান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্**

থেকে গুজরাত রাজ্যে সরিয়ে নেওয়ার নির্ধারণ

নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে ২০১৩ সালের

কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে আবেদন দাখি

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বেজিস্টার্ড অফিস

পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাক*লে*

বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম এমসিএ-২: পোর্টাল (www.mca.gov.in) মাধ্যমে অথব

বেজিস্টার্ড পোস্টে হলফনামা দাবা আপত্তিব কাব

এবং স্বার্থের ধরন জানিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর

ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসং

বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড

কলকাতা - ৭০০০২০ নিকট নোটিশ প্রকাশের ১৪

দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি

কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠারে

দেবন্দী আডেভাইসবি পা লি -এব পত্তে

(গৌতম ছগনভাই মালি ডিরে<u>ক্ট</u>র

ডিন - ০৭৮৩১৬৯০

লের প্রক্রিয়ায় যুক্ত।

রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

Lost and Found

উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ।

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: রাতের

অন্ধকারে ব্যবসায়ীকে বেধরক মারধর

করে সোনার জিনিস ও নগদ টাকা

পয়সা নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক

অবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসাধীন ব্যবসায়ী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার

অন্তৰ্গত ঘোজা পশ্চিম পাড়া এলাকায়।

জানা গিয়েছে, সুশান্ত পোদ্দার পেশায়

ওষধ ব্যবসায়ী। সোমবার রাতে ফেরার

সময় হঠাৎ একদল যবক তার পথ

আটকায় এবং তাঁকে মারধর করে

সোনার জিনিস ও টাকা পয়সা নিয়ে

I Sri Jawahar Singh S/O- Lt. Sukdeo Singh residing at- Sayer Bagan, I.T.I Keota, G.T Road, P.O- Sahaganj, P.S- Chinsurah Hooghly I have lost my original Deed vide Deed No: 7479 of 2003 during the time of zerox made by me in a zerox centre in front of Chinsurah court, Hooghly on 06/01/23.

G.D.E. No: 823(i) dated: 11/01/23

Any person it found please contact me at the above address.

BOLPUR MUNICIPALITY Bolpur, Birbhum বিজ্ঞপ্তি

SUDA-14015(14)/1/2019 HFA SEC-SUDA/2182(9) dt. 22.03.2023 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরী) অধীনে নির্মিত গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের সামাজিক নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে আগামী ১০ই এপ্রিল ২০২৩। সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের এতদ্বারা অনুরোধ কর হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়ায় যোগদান করে এই প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু রূপায়ণের সহযোগিতা করার জন্য। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন— 9434431474/ 8250460311

ধন্যবাদান্তে, পৌরপতি

তারিখ: ০৫/০৪/২০২৩,

সদস্যার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে

কলকাতায় রেফার করা হয়। পরবর্তীতে

ঘটনাস্থলে আসে গাইঘাটা থানার

পুলিশ, গোটা বিষয়টি তদন্ত চালাচ্ছে

জোনাল অফিস- চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩, ফোন নং (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.i

দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনা ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি রেজিস্টার্ড পোস্ট দ্বারা ১৫.০৩.২০২৩ তারিখে শ্রী বিকাশ জয়সওয়াল -কে পাঠানো হয়েছে।

THE R.M.S CO-OPERATIVE

CREDIT SOCIETY LTD.

(Reg No. - 2 of 1935 Howrah)

8. CHURCH ROAD, HOWRAH-711101

বিজ<u>্ঞপ্</u>ঠি

এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, আগামী

২৭/০৪/২০২৩ বৃহস্পতি বার, সময় বেলা ৩.০০ টায় সমিতির অফিস

বিল্ডিং-এ ৭৪ তম বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্য

শ্রী বিকাশ জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা), পিতা- শ্রী সুরেন্দ্র জয়সওয়াল, ১২/৩ ডঃ ৭১১১০১, ফ্র্রাট নং ৩০৩, ৬ তল, নিগামালয় অ্যাপার্টমেন্ট -২, পোস্ট- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পঃবঃ

বিষয়: লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি বিকাশ জয়সওয়াল (অ্যাকা. নং ৫০৩৭৬৫৮০২১৮), ইন্ডিয়ান ব্যাক্ষ রাধাগোবিন্দনগর শাখায়

পনি ঋণ পরিশোধে খেলাপি করেছেন ৮৮৫৫৩৯/- <mark>টাকা (আট লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো ঊনচল্লিশ টা</mark> মাত্র) ১০.০৩.২০২৩ অনুযায়ী সেইসঙ্গে ১১.০৩.২০২৩ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে আরও সৃ

ব্যাঙ্ক ১০.০৩.২০২৩ তারিখে উক্ত আইনের অধীনে নোটিশ জারি করে আপনাকে বকেয়া ৮৮৫৫৩৯/- <mark>টাকা (আ</mark> লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ টাকা মাত্র) ১০.০৩.২০২৩ অনযায়ী সেইসঙ্গে ১১.০৩.২০২৩ থেতে ারিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ, চার্জ এবং তার উপর খরচ সহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান

নাপনাকে ৮৮৫৫৩৯/- টাকা (আট লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো ঊনচল্লিশ টাকা মাত্র) ১০.০৩.২০২৩ অনুযাই সেইসঙ্গে ১১.০৩.২০২৩ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ, চার্জ এবং তার উপর খরচ সং উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে যা বার্থ হলে ব্যান্ধ বাধ্য হবে সিকিউরি ইন্টারেস্ট সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রয়োগ করতে সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে যা নিম্ন তফশিলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও সঠিক প্রতিকার ব্যতীত অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ ব

ম্পদের সুনির্দিষ্ট বিশদ বিবরণ যেখানে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছে তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে :

নিগা মালয় অ্যাপার্টমেন্ট -২", নামক বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় কমবেশি ৭০৪ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ এলাকা পরিমাপের আবাসিক ফ্র্যাট নং ৩০৩ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৬, তৌজি নং ৫৪০ মৌজা- খোরদোবহেরা, হোল্ডিং নং- ২১, আরএস দাগ নং ১১৯ আরএস খতিয়ান নং ১১ এর অধীনে, এলআর দাণ নং ৬৩২ এলআর খতিয়ান নং ২৬৪৪, ২৬৪৫, ২৬৪৬, ২৬৪৭ নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- উত্তরপাড়া জেলা- হুগলী, এডিএসআর উত্তরপাড়ায় নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নম্বর ২০২০ সালের ৮১০, তারিখ ১৮.০২.২০২০, বুক নং আই, ভলিউম নং ৬২১ পৃষ্ঠা ৩১০৯১ থেকে ৩১১২৫ পর্যন্ত বিকাশ জয়সওয়ালের নামে

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২. কলকাত

ই-অকশন

জীবনদীপ বিল্ডিং', ২য় তল, ১. মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১ ৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফাাব্য: ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.ir

কল্লোল ভট্টাচার্য, ই-মেইল আইডি: sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর: ৯৬৭৪৭১৩৯৬৭/৯৬৭৪৭১১৫৬

্রিকল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর রুল ৬ তে বন্দোবস্ত দেখুন্ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনাপিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেন্ট অ্যান্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেন্ট

ই-অকশনের তারিখ ও সময়- তারিখ- ২০.০৪.২০২৩ সময়- ১২০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ভাকদানের জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ। প্রি-বিভ ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- ''আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিভ ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি

এর ব্যান্ধ অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিভারকে প্রাক-বিভ ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভার

াাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগুহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্ধারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে' ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ২০.০৪.২০২৩ তারিখে ১৫.৪৩.৩৩.৭৫৮.৬২ টাকা (পনেরো কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো আটান্ন টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৮.২০২১ থেকে সূদ পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা মেসার্স এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড, যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ২০৯, এজেসি বোস রোড, কর্নানি এস্টেট, ৪ র্থ তলা সূট নং ১০৯এ, কলকাতা- ৭০০০১৭ এবং জামিনদারগণ (১) শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস বসবাসের ঠিকানা-ফ্র্যুট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমপাড়া গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ (২) **শ্রীমতী সম্পদা ঐশ্বরিয়া,** বসবাসের ঠিকানা- ফ্র্যুট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ (৩) শ্রী নীরজ দাস বসবাসের ঠিকানা- ফ্লাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪ (৪) শ্রী ব্রি**জেশ ভগত**, বসবাসের ঠিকানা- টাওয়াব-৫, ফাট -৯বি. সাউথ সিটি, ৩৭৫ প্রিন্স আনোয়াব সাহা বোড, কলকাতা-৭০০০৬৮ তে -এব বকেয়া আছে। সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১২.০৪.২০২৩ সময়: সকাল১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা।

(জ্ঞাত দায়, যদি কিছু থাকে,সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

চতুর্থতলে ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের অফিস স্পেস ফ্র্যাট নং ১০৯এ এর সকল 🛮 ৬৭,০০,০০০.০০ এবং প্রথমতলে অবিভক্ত গাড়ি পার্কিং স্পেস ১৩৫ বর্গফুটের সেইসঙ্গে সমস্ত ফিটিং, ফিক্সচার এবং ইনস্টলেশনের সহ এবং প্রেমিসেস নং ২০৯, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭-এ নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা ইন্টারেস্ট। সম্পত্তিটি মেসার্স এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর নাম। সম্পত্তিটি বই নং -আই, ভলিউম নং- আই, পৃষ্ঠা ৯৪১ থেকে ৯৭৫, **বিয়িং নং ২০০৮** সালের ৩৬৭০ এবং বই নং আই, ভলিউম নং আই, পৃষ্ঠা ৯৭৬ থেকে ১০১১, বিয়িং নং ২০০৮ সালের ৩৬৭২ তে নিবন্ধিত হয়েছে। সম্পত্তিটি ডিএসআর-৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি** চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- পার্কিং স্পেস, দক্ষিণ- করিডোর, পূর্ব- ফ্র্যাট ১০৯বি এবং পশ্চিম- ফ্র্যাট ১০৮ দ্বারা। সম্পত্তি আইডি: SBINEIPLAJC0004

বায়না জমা (ইএমডি)

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইভিয়া, সিকিওরড ক্রেভিটরস এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com auctionhome/ibapi/index.jsp এবং https://tenders.gov.in দেখুন।

তারিখ: ০৫.০৪.২০২৩

বাকড়া

সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য

করে গত ১০ মার্চ ধর্মঘট

পালন করেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের সংগঠন 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে'র সদস্যরা। আর ওই দিন কর্মক্ষেত্রে 'অনুপস্থিত' শিক্ষক ও কর্মচারীদের শোকজ করা হয়। আর এদিন উৎসবের মেজাজে সেই শোকজেরই জবাব দিলেন শিক্ষকরা।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে শিক্ষক প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক বলেন, 'আমরা ভয় পাই না'। আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আগামী কাল ওই একই দাবিতে কর্মবিরতি পালন হবে। এদিন জেলার প্রায় ১৫০০ শিক্ষক শো-কজের জবাব দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

তারিখ - ৪ এপ্রিল, ২০২৩

এসবিআই আরএসিপিসি-সিইউএম-এসএআরসি, শাখা হাওডা, ২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, পিন-৭১১১০১, ই-মেল: sbi.10263@sbi.co.in

দ্য সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি এতদ্ধারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ঋণগুহীতা : শ্রী **জয় মুখার্জি** ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ সুবিধা পেয়েছিলেন সেই ঋণের মূল রাশি ও সুদ ফেরত দিতে ব্যর্থ হন ও ঋণটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ

শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনাপিয়াল অ্যাস্টেস অ্যান্ড এনফোর্সন্মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যান্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তিসমূহ তাঁদের প্রদান করা হয়েছিল, তাঁদের সর্বশেষ ঠিকানায়, কিন্তু সেগুলি গহীত না হয়ে ফিরে আসে এবং এই কারণেই এতদ্ধারা তাঁদের এই পাবলিক নোটিস মাধ্যমে জানানো হচ্ছে। সম্পত্তিসমূহর বিশদ/বলবৎ করা হবে এমন সরক্ষিত পরিসম্পতের ঠিকানা ঋণগ্রহীতা ও জামিনদাব -এব বিজ্ঞপ্তির বকেয়া অর্থান্ধ

-11	नाम गर ।ठपनना	र्भूता में अने अविश्व विकास	91194	91131	(१४००७३ जात्र मनुगता)
	শ্রী জয় মুখার্জি পিতা- বিজয় মুখার্জি ঠিকানা : ১ ই মীরপাড়া রোড, জলার মাঠ, শনি কালী মন্দিরের নিকটে, ভট্টনগর, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৩ লোন অ্যাকাউন্ট : ৩৬২৬৯৯৯৭২১৭ (এইচবিএল)	এক তলা বিল্ডিং সহ প্রায় ২ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পূর্বে বালি মিউনিসিপ্যালিটি, বর্তমানে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হোল্ডিং নং ১/ই, মীরপাড়া রোড আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৬৯৪ এর সাথে সম্পর্কিত এলআর খতিয়ান নং ১৩৯৩ এর সাথে সম্পর্কিত, মৌজা লিলুয়া, জে.এল. নং ১২, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, তথায় থাকা আনুযদিক সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ, নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- সি.এস. দাগ নং ১৬৯৫ এর অধীনে সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১২ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, পূর্ব- আরএস দাগ নং ১৬৯৪ অধীনে সম্পত্তি, পশ্চিম- আরএস দাগ নং ১৬৯৪ অধীনে সম্পত্তি, পশ্চিম- আরএস দাগ নং ১৬৯৪ অধীনে সম্পত্তি ভারা। সম্পত্তিটি শ্রী জয় মুখার্জির নামে রয়েছে এডিএসআর হাওড়ার অফিসে নিবন্ধিত বই নং ১, ভলিউম নং ১০৯, পৃষ্ঠা ৩১ থেকে ৩৭ পর্যন্ত ২০০২ সালের উপহারের দলিল নং ৪৮৮৬।		७०,०७,२०२७	১৫,৯৩,২৫৩.০০ টাকা (পনেরা লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুশো তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)। এছাড়াও উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ তৎসহ আনুয়দিক ধরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ করতেও আপনি দায়বদ্ধ।

বিজ্ঞপ্তির পরিবর্ত পরিযেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগুহীতা -কে এতদ্ধারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য আহান জানানো হচ্ছে। অপার হলে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনু অতিক্রান্তু হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনাপিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার (৪) উপধারা অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হবে

ঋণগ্রহীতাকে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যাতে সুসজ্জিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়। তারিখ: ০৫.০৪.২০২৩, স্থান: হাওডা

অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ানেই লকেট ধরনা দিতে বসে

পডেন। সাংসদ বলেন, যারা

রেলের সম্পত্তি ক্ষতি করেছে

অবিলম্বে তাদের কাছ থেকে

ক্ষতিপুরণ আদায় করতে হবে।

রবিবারের ঘটনা পরিকল্পনা করে

করা হয়েছে অবিলম্বে দোষীদের

থেপ্তার করতে হবে। মানুষ

আতক্ষে পুলিশ পুরোপুরি ব্যর্থ

আমি এই ঘটনাটা দিল্লিকে জানাব।

এরপর তিনি ধরনা থেকে উঠে

থমথমে রিষড়ায় আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে, বন্ধ দোকানপাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: কোথাও পড়ে রয়েছে রেললাইনের পাথর, কোথাও কাচের ভাঙা টুকরো। তার সঙ্গে কাঁদানে গ্যাসের সেলের খে াল। রিষড়ার ৪ নম্বর রেলগেট এলাকায় মঙ্গলবার দিনের বেলা অশান্তি নেই, তবে এলাকা থমথমে। স্পষ্ট সোমবার রাতের তাণ্ডবের চিহ্ন। রিষড়া থানার দোকানপাট বন্ধ। শুনশান এলাকা। জনবহুল রিষড়ায় ৪ নম্বর গেট চত্বরে লোক বেরিয়েছেন এদিন সকালে খুব কম।

রবিবার রামনবমীর শোভাযাত্রা দিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে না দিতেই ফের সোমবার রাতে তপ্ত হয়ে ওঠে রিষড়ার পরিস্থিতি। রিষড়া ৪ নম্বর রেল গেট এলাকায় মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজি, পাথর ছোড়া শুরু হয়। পাল্টা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু হামলাকারীরা সংখ্যায় বেশি থাকায় মুহুর্তে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতে। পাল্টা পুলিশও ছোড়ে কাঁদানে গ্যাসের সেল।সোমবার রাতে রেললাইন বন্ধ করা সম্ভব না হওয়ায় একের



চত্বকে বোমাবাজির মুখে পড়ে একটি লোকাল ট্রেন। দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। যাত্রীদের নামতে বারন করা হয়। তবে অভিযোগ ওঠে, লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার। ভয়ে ট্রেনের দরজা-জানলা বন্ধ করে আতঙ্কে ভেতরে সিঁটিয়ে যান ট্রেনের

এদিকে প্রবল তাণ্ডবে রেলগেট

পর এক ট্রেন দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। এদিকে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেওয়ায় বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি নামানো হয় ব্যাফ, কমব্যাট ফোর্স। রাতে একসময় ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অফিস ও কাজ থেকে ফেরত যাত্রীরা আটকে পডেন। থমকে যায় দুটি দূরপাল্লার ট্রেন। চরম

ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা।

শেষে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ধীরে ধীরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে, সোমবার রাতের ঘটনাক পর মঙ্গলবার থেকে ভয়েই ছিলেন রিষড়াবাসী। আদৌ বের হওয়া ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়। তবে এদিন সকাল থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেন চলে। তবে

চোখেমুখে। পরপর দুদিন এমন অশান্তি হওয়ায়, রিষড়বাসী উদ্বিগ্ন। আবার কখন, কী হয়। এদিকে ৪ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন কারখ ানাগুলিতে শ্রমিকের হাজিরাও এদিন খুব কম। সংলগ্ন জয়শ্রী টেক্সটাইলে বেশিরভাগ কর্মী ছুটি নিয়ে নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবকের কথায়, 'গতকাল রাতে অফিস থেকে বের হতে গিয়ে যে ছবি দেখেছি, তাতে আজ আর অফিস যাওয়ার সাহস নেই। বাড়ির লোকও ভয় পাচ্ছে।' এখানকার লোকজনের কথায়,

রিষড়ায় কখনও এক বড়মাপের গন্ডগোল হয়নি। শান্তিপূর্ণ এলাকা বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের বাস। সকলে মিলেমিশে থাকেন। হঠাৎ করে কেন এই শহর তেতে উঠছে তা নিয়ে প্রশ্ন সকলের মনেই। এদিকে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাস্তায় পুলিশ রয়েছে। চলছে রুটমার্চ। শ্রীরামপুর-সহ রিষড়ার একাধিক জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে বাড়তি পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে রিষড়ায়। বন্ধ ইন্টারনেট

বিবাদের জের, স্ত্রীকে 'খুন' করে আত্মহত্যার চেস্টা স্বামীর

ট্রেনে রিষড়া এসে ধরনায় বসলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি সেখানেই

ধরনায় বসে পড়েন। একদিকে যখ

ন এই পরিস্থিতি তখন বেলা

তিনটের সময় বিজেপি সাংসদ

লকেট চট্টোপাধ্যায় পুলিশের

চোখে ধুলো দিয়ে বালি স্টেশনে

আসেন। তারপর তিনি ট্রেনে করে

রিষড়া স্টেশনে নামেন। ৪ নম্বর

त्त्रनार्गित पित्क नार्कि

যাচ্ছিলেন তিনি। মহিলা পুলিশ

তাদের আটকে দেয়। স্টেশনে

লোকজনের ভিড় হয়ে যায় সেখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ। তার পরিণতি এতটা ভয়াবহ হবে ভাবতে পারেননি কেউ। মেমারি থানার দুর্গাপুর অঞ্চলের সোনোরা গ্রামে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার স্বামীও। প্রাথমিকভাবে অনুমান রাগের মাথায় স্ত্রীকে মেরে নিজেও মরতে গিয়েছিলেন স্বামী। জানা গিয়েছে মৃতের নাম অনিমা টুডু।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজ্মদারকে দিল্লি রোডে ডানকুনি পুলিশ আটকে দিলেও, ট্রেনে করে সোজা রিষড়া চলে এলেন বজেপি

সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। বালি

থেকে ট্রেন ধরে রিষড়া স্টেশনে

নামেন তিনি। পলিশ আটকালে

রিষড়া স্টেশনেই ধরনায় বসেন

রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে

আটকে ছিল পুলিশ। ১৪৪ ধারা

জারি আছে, যাওয়া যাবে না বলে

জিটি রোডে আটকে দেওয়া

হয়েছিল। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর

বটতলায় সুকান্তর ধরনা দেওয়ার

কথা থাকলেও, পরিস্থিতির কারণ

দেখিয়ে মঞ্চ খুলে দেয় পুলিশ।

এদিকে, জিটি রোড দিয়ে না এসে

মঙ্গলবার সুকান্ত মজুমদার

দক্ষিণেশ্বরের ওপর দিয়ে বালি

ব্রিজ ধরে দিল্লি রোড দিয়ে

শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন

। কিন্তু ডানকুনিতে পুলিশ বাধা

দেয়। সুকান্তর সঙ্গে পুলিশের তপ্ত

বাক্য বিনিময় হয়। এরপর রাজ্য

সোমবার কোন্নগরে বিজেপির

অনিমা ও লদীরাম হেমব্রমের তিন মাসের সন্তান রয়েছে। আর এক সস্তানের বয়স ৪। কী ঘটে গিয়েছে বোঝার ক্ষমতা হয়নি কারও। ৪ বছরের সন্তান বুঝেছে মা নেই। তারা শুধু

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে অনিমার চিৎকার শুনে সকলে ছুটে আসেন। দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় অনিমা ও তার স্বামী লদীরাম হেমব্রম পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ পৌঁছে দু'জনকেই তড়িঘড়ি মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অনিমা টুডুকে মৃত বলে ঘোষণা করে। লদীরামের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমান জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

টুডুর মৃতদেহ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।



জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর অশান্তি। অনিমা তার বাপের বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন। লদীরাম মাঝে মাঝে দাদপুর থানার আগ্রা পাড়া থেকে এসে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। এদিন খাওয়া-দাওয়া করে স্বামী স্ত্রী নিজের ঘরে যান। ফের দু'জনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। এরপর ঘর থেকে মেয়ের চিৎকারে বাবা ছুটে আসেন। অন্যরাও চলে আসে। ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায় দু'জনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অনিমা

জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ জমি হারাদের

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

পাণ্ডবেশ্বর: জমির বিনিময়ে চাকরি ও নিয়োগ পত্রের দাবিতে পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টাডিহি খনির জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হলেন জমিদাতারা।

অবস্থান বিক্ষোভকারী জমিহারা চঞ্চল গোস্বামী জানান , গত এক বছর আগে খোট্টাডিহি খোলা মখ খ নি কর্তৃপক্ষ তাঁদের জমি অধিগ্রহণ করেছেন তাদের না জানিয়েই। ইতিমধ্যেই তাঁরা খনি কর্তৃপক্ষের আলোচনা করেছেন। অভিযোগ, চাকরির দাবি জানানো হলে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে শুধুই শুকনো আশ্বাস দিয়ে চলেছেন।

পাণ্ডবেশ্বর

অবশেষে বাধ্য হয়েই আজ অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল বাধ্য হই আজ অবস্থান বিক্ষোভের সামিল হয় তারা। অবস্থানরত জমি হারারা জানান, বেশ কয়েকবার তাদের হয়েই অবস্থানের সিদ্ধান্ত তাদের। ইসিএল কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করলে আগামী দিনে তারা অনশনএবং বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এদিন জমি হারারা সংশ্লিষ্ট খনির

অনুরোধ করা হয়েছে। আশ্বাস

মিললেও মেলেনি সুরাহা। বাধ্য

জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের বাইরের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখ ান। যদিও এই বিষয়ে ইসিএল কর্তপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অতিথি অধ্যাপক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু, প্রতিবাদে বিক্ষোভ এবিভিপির

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বিতর্কের মাঝেও নিজেদের অবস্থানে অনড় বাঁকুড়া বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনে মঙ্গলবার পদার্থবিদ্যা বিভাগের 'অতিথি অধ্যাপক' নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হল। এদিন সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরন্দরপুরের মূল ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেন কর্মপ্রার্থীরাও। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে 'সিভিক অধ্যাপক' নিয়োগের বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অচলাবস্থা দূর', 'সিভিক অধ্যাপক দিয়ে শিক্ষাদান মানছি না'ও রাজ্যের 'শিক্ষামন্ত্রীকে ধিকার' জানিয়ে লেখা পোস্টার, ফেস্ট্রন নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ মার্চ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নিয়োগ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে পদার্থবিদ্যার অতিথি অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ন্যুনতম যোগ্যতা মাস্টার ডিগ্রি, পিএইচডি অথবা নেট উৰ্ত্তীৰ্ণ থাকা আবশিকে

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়



ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি প্রতি ক্লাস পিছু ৩০০ টাকা দেওয়ার কথাও জানানো হয়। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরফেও এবিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়। ইউজিসি-র গাইড লাইন মানা হচ্ছে না অভিযোগ তুলে বেতন বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি 'সিভিক অধ্যাপক' নিয়োগের চেষ্টা হচ্ছে বলেও কেউ কেউ দাবি করেন। আর এবিষয়ে বিতর্কের শুরুর

দিন থেকে 'স্পিকটি নট' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এদিনও তার অন্যথা হয়নি। উল্টে নির্দিষ্ট সূচি মেনে শুরু হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। চাকরির আকালে'র দিনে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হাজির হলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি, পিএইচডি অথবা নেট উৰ্ত্তীৰ্ণ-ও তবে ঠিক কতজন চাকরিপ্রার্থী এদিন 'ইন্টারভিউ'তে অংশ নিয়েছেন জানা যায়নি। এবিষয়ে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ উপস্থিত চাকরি প্রার্থীরা।

'দুয়ারে সরকার'-এ প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোভিড নিয়ে এমনিতে আপাতত কোন সমস্যা না থাকলে ও দেশে কোভিড আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। গত দুই তিন দিনের মধ্যে দেশে বেড়েছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। এই সংখ্যাটি প্রায় তিন হাজার। এবার 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতে কোভিড বিধি নিয়ে পরিষেবা নিতে আসা মানুষকে সচেতন করল হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের আমতা এক ব্লকের বালিচক গ্রাম পঞ্চায়েত। রীতিমতো ব্যানার

ডদয়নারায়ণপুর

বাকুলিও।

কোভিড নিয়ে সতৰ্কতামূলক

লাগিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। যদিও অনেকে এই বার্তাকে উপেক্ষা করেছেন বলে দেখা গেলেও অধিকাংশ মানুষ এই বার্তাটি মাথায় রেখেছেন বলে জানা গিয়েছে। বালিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুকদেব পাত্র জানান, 'সরকারি নির্দেশ না থাকলে ও যেহেতু কোভিড আবার মাথা চাড়া দিয়েছে তাই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই ধরনের সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের এ হেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা ও আমতা এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধনঞ্জয়

মডেল 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প ঘিরে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাগুবেশ্বর: 'দুয়ারে সরকার'। প্রশাসনিক একাধিক পরিষেবা মানুষের হাতের কাছে পৌঁছে দিতে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুরু থেকেই তাতে সাড়া পড়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সরকারের প্রচারের জন্যও এটা একটা বিশেষ দেওয়া হয় জমির পাট্টা, যারা আগের দুয়ারে সরকারের আবেদন করেছিলেন প্রত্যেকেই পেলেন রকম সুযোগ-সুবিধা একেবারে হাতে নাতে।

পাণ্ডবেশ্বরের এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে স্বয়ং দাঁড়িয়ে



মঙ্গলবার পাশুবেশ্বরের মহাল ফুটবল ময়দানে 'মডেল দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি দেখলেন সকলে। পাণ্ডবেশ্বর এই 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পটি সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছিল এদিন। এক ছাতার তলায় এ সরকারের প্রায় ৩৩ রকমের পরিষেবা পেতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্যাম্পে এসে মান্য যাতে সমস্যায় না পড়েন সে দিকে ব্লক প্রশাসনের নজর ছিল। তৈরি করা হয়েছিল অস্থায়ী টয়লেট, ছিল মা ও শিশুর জন্য আলাদা করে বসবার জায়গা, ছিল পানীয় জলের ব্যবস্থা।

থেকে তদারকি করছিলেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সমাপ্ত ৬ গয়ন আধিকারিক মহাশ্বেতা বিশ্বাস। ছিলেন ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক, এ ছাড়াও ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায়। এদিনের এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে পাগুবেশ্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশ্বেতা বিশ্বাস জানান, পাণ্ডবেশ্বরের মহলে মডেল করে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এক ছাতার তলায় মানুষ যাতে সরকারের সমস্ত রকম পরিষেবা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এদিন।

জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে নয়া উদ্যোগ আরামবাগের চাঁদুর ফরেস্টের

মহেশ্বর চক্রবর্তী 🌢 হুগলি





সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কয়েক বছর ধরে জঙ্গল সংরক্ষণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে আন্তে আন্তে এই জঙ্গলে পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করেছে। গাছে এখন অজস্র পাখির বসবাস হয়েছে। গ্রীম্মে এদের আর জলকস্ট হবে না। পাখিরা এখানে জল খেতে পারবে, স্নানও করতে পারবে। অন্যদিকে জঙ্গলের বেশ কিছু বন্যজন্তু আছে যাদের অনেক সময় জলের

খোঁজে গ্রামে যেতে হয়। সেই জন্তুরা এই পুকুর থেকে জল সংগ্রহ করতে পারবে।

পাশাপাশি পাখিরা যাতে সুস্থ ভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারে সেই জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে। আরামবাগ রেঞ্জের অন্তর্গত পাঁচটি বনভূমি চাঁদুর, ভাদুর, বাবলা, পারআদ্র এবং রাঙামাটি এইগুলোকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া



হয়। বর্তমানে পাখিদের থাকার জন্য বাসা তৈরির কাজ চলছে এই সব জঙ্গলগুলোতে। বাঁশের তৈরি বাসা তৈরি করে সেগুলো বিভিন্ন গাছে গাছে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঝড় বৃষ্টিতে বাসাগুলো নষ্টের সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকবে বলে মনে করেন রেঞ্জার। এদিন দেখা গেল পারআদ্রা বনভূমিতে আশরাফুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে বাসা তৈরি হয় গাছে

সবমিলিয়ে আরামবাগ বনদপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে পশুপ্রেমী মানুষ।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সহ বিহার, চিত্ত মাহাতো ঝাড়খন্ড ও ওডিশা রাজ্যের মেদিনীপুর: কুড়মি সমাজের জঙ্গলমহল এলাকা জুড়ে 'ঘাঘর অবরোধ আন্দোলনের জেরে ঘেরা' নামে, লাগাতার আন্দোলন কলকাতা-মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় কর্মসূচির নেওয়া হয়েছে। এতদিন সড়কে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

কুড়মি সমাজের আন্দোলনে

স্তব্ধ যান চলাচল, প্ৰবল

দুর্ভোগে যাত্রীরা

তপশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করা, সারনা ধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া এবং কুড়ুমালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিশের অন্তর্ভুক্ত করা সহ রাজ্য সরকারের সিআরআই রিপোর্ট ও জাস্টিফিকেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর দাবিতে গত ১লা এপ্রিল থেকে জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে 'ঘাঘর ঘেরা' নামে অবরোধ কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজ সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাজেশ মাহাতো খেমাশুলিতে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, গত পয়লা থেকে পশ্চিমবঙ্গের

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর,

গেল। দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা। রাস্তা অবরোধ চলেছে। ৪ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের আদিবাসী কুড়মি জাতিকে

মোদনাপুর

খড়গপুর গ্রামীণের খেমাশুলিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল অবরোধ কর্মসূচিও পালন করা হবে। এরজন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলের মৃম্বই এবং আদ্রা শাখার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কুড়মি সমাজের আন্দোলনের ফলে জাতীয় সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বন্ধ হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আমার দেশ আমার দুনিয়া

করোনা উদ্বেগের মাঝেই বিমান্যাত্রীদের মাস্ক পরার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: চলতি বছরের গোড়ায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছিল করোনা ভাইরাসকে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দেশের কোভিড ১৯ পরিসংখ্যান। আর তাই সতর্ক থাকতে এবার বিশেষ পরামর্শ দিল কেন্দ্র। বিমান্যাত্রার সময় যাত্রীদের মাস্ক করার পরামর্শ দেওয়া হল।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবরণ মন্ত্রী জেনারেল ভিকে সিং রাজ্যসভায় জানান, 'দেশ এবং গোটা বিশ্বের করোনা

পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মোদি সরকার বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির দিকে বিশেষ নজর রাখছে।' বর্তমানে দেশে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়। তবে



চালু হয়েছে, তা এখনও রয়েছে। সেই গাইডলাইনে কিছু বদল ঘটানো হয়েছে গত ১০ ফেব্রুয়ারি। সেখানেই স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, আকাশপথে যাত্রীরা যেন মাস্ক ব্যবহার করেন। দীর্ঘক্ষণ বদ্ধ স্থানে একসঙ্গে

অনেকেরই জ্বর, সর্দি, কাশি থাকতে পারে। যা থেকে ছড়াতে পারে ভাইরাস। তাই সতর্ক থাকতেই বিমানে মাস্ক পরে সফরের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের।

গত ২৪ ঘণ্টায় ফের দেশের করোনা সংক্রমণ ছাড়িয়েছে ৩ হাজারের গণ্ডি। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ০৩৮ জন। বৰ্তমানে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ২১,১৭৯। গত

পজিটিভিটি রেটও। এহেন আবহেই রাজ্যসভার সাংসদ হরভজন সিং প্রশ্ন তোলেন, মাস্ক ফেরানো নিয়ে কেন্দ্র কোনও চিন্তাভাবনা করছে কি না। তারই উত্তরে ভিকে সিং জানান, আপাতত বিমানে

ঢাকার বঙ্গবাজারে বিধ্বংসী আগুন ইদের বাজারে পুড়ে ছাই বহু দোকান

ঢাকা, ৪ এপ্রিল: ফের বিধবংসী আগুন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে ঢাকার বঙ্গবাজারে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় দমকলের ৫০ টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে নামে সেনাবাহিনীও। এলাকা জুড়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রায় ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে খবর। তবে ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগল, তা স্পষ্ট করেননি দমকল

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ১০ মিনিটে ঢাকার বঙ্গবাজার এলাকায় আচমকা আগুন লাগে। এলাকায় দোকানপাট ছিল। সহজেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে একাধিক ইঞ্জিন পাঠায় দমকল। পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ইঞ্জিনের



সংখ্যা বাড়ানো হয়। সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ দমকলের তরফে জানানো হয়, বঙ্গবাজার এলাকায় মোট ৫০টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ করে।

বঙ্গবাজারের অন্ততপক্ষে ছয়টি মার্কেটে আগুন ধরে যায়। এর মধ্যে ২ হাজার ৯০০ টি দোকানই রয়েছে বঙ্গবাজার এলাকায়। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ সেখানে কাজ করে। বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ডে মোট দমকল বাহিনীর ৫ সদস্য -সহ ১১ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। ইদের বাজার সাজানোর পণ্য মজুত করে রাখা ছিল প্রায় সব

দোকানেই। তা হারিয়ে হাহাকার করছেন ব্যবসায়ীরা। অনেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে যথাসম্ভব পণ্য নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। আগুন নেভানোর কাজে দমকল বাহিনীর সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

নরেন্দ্র মোদি নিজেই মানহানির মামলা করতে পারতেন

আদালতে দাবি রাহুলের

नशां निह्ना, 8 এथिल: 'মোদি পদবি' মামলায় এখনও খাঁড়া ঝুলছে রাহুলের উপর। এবার এই বিষয়ে সুরাত আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধি। তাঁকে রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে বলে আদালতে জানালেন তিনি। একইসঙ্গে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দেগে আবেদনপত্রে রাহুল বলেন, নরেন্দ্র মোদি পৃথকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারতেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মোদি সম্প্রদায়কে অপমান করার যে অভিযোগ উঠেছে, সে ব্যাপারে মামলা করার অধিকার পূর্ণেশ মোদির ছিল না বলে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন রাহুল গান্ধি।

মঙ্গলবার সুরাত আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাহুল গান্ধির তরফে প্রবীণ আইনজীবী আর.এস চিমা ও আইনজীবী কীর্তি পানওয়ালা ও আইনজীবী তারানুম চিমা একটি পিটিশন দায়ের করেছেন। সেই পিটিশনে বলা হয়েছে, 'কেবল যদি স্বতন্ত্রভাবে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়ে থাকে, তাহলে কেবল নরেন্দ্র মোদিই মানহানির অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পূর্ণেশ মোদির মামলা করার কোনও অধিকার নেই।'

পদ্মা সেতুতে চলল ট্রেন আনন্দের বন্যা বাংলাদেশে

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ

অবশেষে হল সেই অপেক্ষার

অবসান। পদ্মা সেতৃ চালুর ৯ মাসের

মাথায় অবশেষে এই ব্রিজে শুরু

হচ্ছে ট্রেন চলাচল। খরস্রোতা পদ্মার

উপরে তৈরি এই সেতৃতে আপাতত

No.1/23-24/MPLADS/T Dated 04.04.2023



ঢাকা, ৪ এপ্রিল: পদ্মা সেতু দিয়ে চলবে ট্রেন, কিছুদিন আগেও তা ছিল স্বপ্নাতীত। সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হল মঙ্গলবার। এবার পদ্মা সেতৃতে পাড়ি দিল ট্রেন। সেত্র রেল প্রোজেক্টের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এদিন উদ্বোধন করা হল ট্রেন পরিষেবা। যা নিয়ে বাংলাদেশজুড়ে যেন আনন্দের

মাদারিপুরের মাটি দিয়ে প্রথমবার ট্রেন চলার খবরে খুশির বন্যা বইছে পুরো দক্ষিণাঞ্চলে। সবচেয়ে খুশি জেলার শিবচর, শরীয়তপুরের জাজিরা ও মুন্সীগঞ্জ-সহ বেশ কয়েকটি জেলার সর্বস্তরের মানুষ। ২০২২ সালের ২৫ জুন দীর্ঘ প্রতিক্ষা শেষে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়। পরের দিন খুলে দেওয়া হয় সড়ক পথ। কিন্তু কবে চলবে ট্রেন, তার অপেক্ষায় ছিলেন

Tender Notice On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for No NIT No. Scheme name & Estd Cost,

1) Near house of Ghanadhyam Das , NIT -133/ 15

	tubewell with platfrom Soak pit	FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 198904.00 2) Near the house of Robin Das, NIT -134/ 15 th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 198904.00 3) Near the house of Nishikanta Das, NIT -135/ 15 th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 198904.00 4) Near the house of Arabinda Das, NIT -136/ 15 th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 198904.00 5) Near the house of Sarbeswar Parta, NIT -137/ 15 th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 198904.00
	Construction of Doyble soling BP	1) From the house of Nishikanta Jana to the house of Sukdeb Dinda, NIT -138/ 15 th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 284878.00

2 From the house of Manoranjan Guchhayat to the house of Basudeb Sasmal , NIT -139/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 288605.00 Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for SI No Last Date & Time or Submitting 5. 2.1. 1.5 is : 13/04/2023 , 2-00 p.m.

For details Pradhan Mob-8338816539 Up Pradhan Mob-

9732911426/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

PANCHAYET

(Under Khargram Panchayet Samity)
Vill+P.O+P.S. -Khargram, Dist- Murshidabad, (W.B.) **TENDER NOTICE**

Sealed Tender hereby invited vide NIT No. 01 (niet) /2022-23 dated-04/04/2023 by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under PBG/IBRD/SFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from 4/04/2023 up to is 10/04/2023 up to 18 hrs. Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.

Sd/- Pradhan Khargram Gram Panchayat

পরাক্ষামূলকভাবে ট্রেন চললো বলে জানা যাচ্ছে। যাত্রা শুরুর প্রথমদিনে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সজন ট্রেনে উঠলেন একেবারে যাত্রী হিসাবে। প্রথম ট্রেনটি এদিন সেতু পার করে মাওয়া থেকে ভাঙা জংশনে ফেরে। এদিকে পদ্মা সেতুর দক্ষিণপাড়ে রেল লাইনই ছিল না। ফলে মাদারীপর-সহ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে রেলপ্রাপ্তি রীতিমতো বড় ব্যাপার বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

নতন লাইন চালু হওয়ায় স্বল্প খরচে আম-অদমির যাতায়াতের যেমন সুবিধা হবে তেমনই পণ্য আমদানি রপ্তানিতেও আসবে গতি। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে। বিশেষ করে স্বল্প খরচে কৃষিপণ্য রাজধানী-সহ বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা যাবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে।

BARRACKPORE MUNICIPALITY B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123. **TENDER NOTICE**

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for 'Eucalyptus bulla pile work at the pond side of Panpara 5th Lane in Ward No. 11. Last date of submission of tender: 20.04.2023 up to 12.0 noon. The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality,

SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station. S/d. Uttam Das.

Barrackpore Municipality OFFICE OF THE NOTICE INVITING E-TENDER **KHARGRAM GRAM** FOR RASTASHREE (2nd CALL)

The Block Devlopment Officer(BDO), Kolaghat Dev. Block invites separate % rate e-tenders for construction of 01 nos concrete road under Rastashree vide this office No. 902 dt. 4/04/2023 http://wbtenciers.gov.in may be visited for further details for tender n o s

2023 ZPHD 502934 1. Last date of bid submission: 12/04/2023 at 17.30 hours, Opening date of technical bid: 17/04/2023 at 11.30 hours.

BDO, Kolaghat ,Purba Medinipur

ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ধাক্বা পেতে পারে

नशां निल्ला, ८ अशिनः थाका त्थराराष्ट्र ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার। চলতি অর্থবর্ষ অর্থাৎ ১ এপ্রিল থেকে নতুন অর্থবর্ষ শুরু হয়েছে, এবারেই ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার আরও কমতে পারে। আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে ৬.৩ শতাংশ হতে পারে। মঙ্গলবার এমনই পূর্বাভাস দিল বিশ্ব ব্যাংক। যদিও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামী মে মাস থেকে সুদের হার ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়াচ্ছে। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি জনজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলে বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে উল্লিখিত।

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান ঋণের খরচ এবং আয়ের ধীর বৃদ্ধি ব্যক্তিগত খরচ বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলবে। সরকারের খরচও বাড়বে বলে বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে উল্লিখিত। বলা হয়েছে, 'মহামারি-সম্পর্কিত আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের কারণে সরকারি খরচ ধীর গতিতে বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।'

বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া রিপোর্টে গত বছর দেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের গোড়ায় গত বছরের

পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাংকের

বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। যদিও আরবিআই দেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার অনুমান করছে। ভারতে আর্থিক বৃদ্ধি হ্রাস

বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা। তাঁর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের আর্থিক বাজারে সাম্প্রতিক অস্থিরতার কারণে ভারত-সহ রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিনিয়োগ প্রবাহের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে আর্থিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও দেশিয় ব্যাংকগুলির মলধন ভালো

অরুণাচলের ১১ জায়গার নতুন নামকরণ চিনের

কড়া জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: অরুণাচল প্রদেশের ১১টি নাম জায়গার নাম বদল করে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে চিন। শুধু তাই নয়, সেগুলি দক্ষিণ তিব্বতের অংশ বলেও দাবি চিনের উদ্দেশ্যোপ্রণোদিত পদক্ষেপের কড়া জবাব দিল নয়া দিল্লি। চিনের দেওয়া নামকরণ খারিজ করে দিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের পাল্টা দাবি, 'এই রাজ্য সর্বদা ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।' চিনের এই পদক্ষেপ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, পর্বতশৃঙ্গ, নদী-সহ অরুণাচল প্রদেশের মোট ১১টি জায়গার নাম বদল করে তালিকা প্রকাশ করেছে চিন। এর তীব্র নিন্দা করে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে নয়া দিল্লি। মঙ্গলবার কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি। বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা রিপোর্টটি দেখেছি। চিনের এই ধরনের পদক্ষেপ এটাই প্রথম নয়। আমরা সরাসরি এটা প্রত্যাখ্যান করছি। অরুণাচল প্রদেশের সর্বদা ভারতের অন্তর্ভুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। অন্য নামকরণ করার প্রচেষ্টা করে এটার বদল ঘটাতে পারবে না।'

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের যে ১১টি জায়গার নতুন নামকরণ করে রিপোর্ট পেশ করেছে চিন, তার মধ্যে রয়েছে ৫টি পর্বতশৃঙ্গ, ২টি নদী, দুটি স্থলভাগ এবং ২টি বসতি এলাকা। এর আগে ২০১৮ এবং ২০২১ সালে এরকম একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল চিন।

Office Of Sabang Panchayat Samity

Sabang :: Paschim Medinipur Tender Notice
On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Tender D. Amount out EMD Tender Tender ID Amount put to tender (Rs) Free (Rs) 2023_ZPHD_502995_1 371181.00 7425.00

2023_ZPHD_502995_2	371181.00	7425.00	500.00
2023_ZPHD_502963_1	1199545.00	23991.00	1500.00
2023_ZPHD_502963_2	1199545.00	23991.00	1500.00
2023_ZPHD_503266_1	349779.00	6996.00	500.00
2023_ZPHD_503266_2	249836.00	4997.00	400.00
2023_ZPHD_501746_1	349635.00	6993.00	500.00
2023_ZPHD_503266_1	349242.00	6985.00	500.00
2023_ZPHD_503266_2	349242.00	6985.00	500.00
2023_ZPHD_501703_1	349242.00	6985.00	500.00
2023_ZPHD_501703_2	349242.00	6985.00	500.00
2023_ZPHD_502062_1	504777.00	10096.00	800.00
2023_ZPHD_502062_1	371297.00	7426.00	500.00
2023_ZPHD_502094_1	504777.00	10096.00	800.00
2023_ZPHD_502094_2	504777.00	10096.00	800.00
2023_ZPHD_501145_1	299781.00	5996.00	400.00
2023_ZPHD_501145_2	299781.00	5996.00	400.00
2023_ZPHD_501145_3	299781.00	5996.00	400.00
2023_ZPHD_501352_1	249973.00	4999.00	400.00
2023_ZPHD_501352_2	249973.00	4999.00	400.00
2023_ZPHD_501352_3	249998.00	5000.00	400.00
Sd/- Executive Officer,			

ভূটানরাজের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: মঙ্গলবার দিল্লিতে ভূটানের রাজা জিগমে খেসর নামগিয়েল ওয়াংচুকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে ডোকলাম বিতর্কের প্রসঙ্গ এসেছে বলে বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র

সোমবার বিকেলে ৩ দিনের ভারত সফরে নয়াদিল্লি এসে পৌঁছন ভূটানের রাজা। তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে যান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সন্ধ্যায় দু'জনের বৈঠকও হয়। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ভূটানরাজের বৈঠকে দুই দেশের জাতীয় স্বার্থ এবং দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে বিদেশ সচিব বিনয়মোহন কোয়াত্রা জানিয়েছেন। যদিও বৈঠকে সরাসরি ডোকলাম এবং চিনের প্রসঙ্গের কথা বলেননি তিনি।

চিন এবং ভারত সীমান্ত লাগোয়া ডোকলামে ভূটানের জমিতে ঢুকে চিনা ফৌজ ঘাঁটি গেড়ে সামরিক নির্মাণের কাজ চালাচ্ছে বলে সম্প্রতি অভিযোগ তুলেছিল ভারতীয় সেনা। কয়েকটি উপগ্রহচিত্রেও তা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু নয়াদিল্লির সেই অভিযোগকে কার্যত অস্বীকার করে এর আগে ভূটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বলেন 'সংবাদমাধ্যমে যা-ই প্রকাশিত হয়ে থাকক, ভূটানি এলাকায় চিন কোনও নির্মাণকার্য চালাচ্ছে না। আমাদের এলাকায় অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আন্তর্জাতিক সীমান্তে কোন এলাকা আমাদের, তা আমরা জানি।' সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'ডোকলাম সমস্যায় তিনটি পক্ষ রয়েছে। কোনও দেশই ছোট বা বড় নয়। তিন দেশের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

OFFICE OF THE RAMPARA-II **GRAM PANCHAYAT** MARGRAM, BIRBHUM

Under Beldanga-II Block P.O- Rejinagar, P.S.- Rejinagar, Dist- Murshidabad **TENDER NOTICE**

Percentage rate Tender invited vide NIT No. 01/Rampara-II GP/2023-2024 With Vide Memo No.- 145/R-II GP/15th CFC (Untied)/ 2023-24, Dated:- 03-04-2023 by The Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application 10/04/2023 up to 12.00 Hours. Interested contractors may visit NOTICE BOARD of Rampara-II Gram Panchavat, under Beldanga-II Block, MSD.

TENDER NOTICE

Tender are being invited from eligible Contractor vide Tender No. 121/15th (Tied)/SGP/2023, Date: 04.04.2023 & 122/15th (Untied) SGP/2023, Date: 04.04.2023 Tender will be available in the Website www.wbtenders.gov.in & above office. Last Date and Time of Submission of Tender Paper are on 10.04.2023 up to 01:00 PM Sd/-

Prodhan Sheakhala Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY

Bolpur, Birbhum N.I.Q. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/SUDA/ SWM FUND/N.I.Q.- 04 (3rd Call)/2022-23 Memo No. 05/BM/2023-24 Dated: 01.04.2023 Name of the Work: Supply of free stand litterbin of 111 litter capacity with approved quality. (ii) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance/N.I.Q.-

08(3rd Call)/2022-23 Dated: 01.04.2023 Memo No.- 06/BM/2023-24 Dated: 01.04.2023 Name of the Work: Procurement of Hydraul Tipping Trailer for the purpose of SWM under Bolpur Municipality (including All Taxes or GST) under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 15.04.2023, for details see Bolpur Municipality Notice Board & website www.bolpurmunicipality.org

Chairman **Bolpur Municipality**

Sd/-, Prodhan Rampara-II Gram Panchayat

Sheakhala Gram Panchayat Sheakhala, Hooghly, 712706 ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION Asansol

Notice Inviting E-Tender E-Tender Notice No. 01/WS/Eng/2023 dated 01.04.2023 Memo No. 01/WS/Eng/2023 dated 01.04.2023

Please visit to website: www.asansolmunicipalcorporation.net or www.wbtenders.gov.in For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board. Sd/- Superintending Engineer **Asansol Municipal Corporation**

Rishi Bankimchandra Gram Panchyet Under Kakdwip Dev. Block

Gobindarampur, Kakdwip, South 24 Pgs **Notice Inviting e-Tender**

Nit No.- 96/1(e)/RBCGP/XVFC/ 23, 97/2(e)/RBCGP/ XVFC/ 23, 98/3(e)/RBCGP/XVFC/ 23 last bid submission date is 11/04/2023 till 05:00 pm. For more information Visit to www.wbtenders.gov.in.

S/D Pradhan, Rishi Bankimchandra Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

3	e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality. SI. Ref. e-Tender No. Last Date of submission of e-Tender e-Tender Ref. e-Ten		
lic ler	SI. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission o

No.		e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-538/2023-24	21/04/2023 up to 5.00 PN
	(SI No- 1 & 2)	
2	WBMAD/HM/PWD/NIT e-539/2023-24	14/04/2023 up to 5.00 PN

(SI No- 1 to 4) For details please see at the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Officer,

Habra Municipality

আরও একটি ম্যাচ হার সৌরভের দিল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাইয়ের পরে এ বার দিল্লি জয় করল গুজরাত টাইটান্স। প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে জিতেছিলেন হার্দিক পাণ্ড্যরা। এ বার অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতলেন তাঁরা। প্রথমে বোলারদের দাপটে দিল্লিকে ১৬২ রান আটকে রাখল গুজরাত। ৩টি করে উইকেট নিলেন মহম্মদ শামি ও রশিদ খান। পরে ব্যাট করতে নেমে কিছুটা চাপে পড়লেও শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্নায়ুর চাপ ধরে রাখ লেন গুজরাত ব্যাটাররা। ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতলেন তাঁরা। আরও একটি ম্যাচ হারতে হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লিকে।

গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পরে এই প্রথম সবার সামনে এলেন দিল্লির অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। দিল্লি-গুজরাত ম্যাচ শুরু হওয়ার পরেই গ্যালারিতে দেখা যায় তাঁকে। হাতে ক্রাচ নিয়ে এসেছিলেন পস্থ। তাঁকে দেখে উদ্বেল হয়ে ওঠেন দিল্লির দর্শকরা। কিন্তু শেষে মুখে হাসি নেই ঋষভের। কারণ, অধিনায়কের সামনে ম্যাচ হেরে মাঠ ছাড়লেন দিল্লির ক্রিকেটাররা।

টসে জিতে দিল্লিকে ব্যাট করতে ধীরে খেলছিলে। বাধ্য হয়ে বড় শট

দিল্লির। মহম্মদ শামির পেস সমস্যায় ফেলছিল ওয়ার্নারদের। কোনও বল বাইরে যাচ্ছিল। কোনও বল ভিতরে ঢ়কে আসছিল। বঝতে পারছিলেন না ওয়ার্নার। শামির প্রথম বলই ওয়ার্নারের ব্যাটের পাশ দিয়ে উইকেট ছঁয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বেল পড়েনি বা আলো জ্বলেনি। তার ফলে বেঁচে যান ওয়ার্নার।

তবে অপর ওপেনার পৃথী শ ভাল খেলতে পারেননি। ৭ রানে তাঁকে আউট করেন শামি। মিচেল মার্শকে ৪ রানের মাথায় সাজঘরে ফেরান শামি। ২ উইকেট পড়ার পরে ওয়ার্নারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন সরফরাজ খান। ওয়ার্নার ভালই খে লছিলেন। কিন্তু আলজারি জোসেফ বল করতে এসে এক ওভারে খেলার ছবি বদলে দিলেন। ৩৭ রানের মাথায় ওয়ার্নারকে আউট করলেন তিনি। পরের বলেই জোসেফের বাউন্সার বঝতে না পেরে আউট

পর পর উইকেট পড়তে থাকায় রানের গতি কমে যায়। সরফরাজ খব



খেলার চেষ্টা করেন এই ম্যাচে অভিষেক হওয়া অভিষেক পোড়েল। ২০ রান করে রশিদের বলে আউট হন তিনি। সরফরাজকেও ৩০ রানের মাথায় আউট করেন রশিদ।

শেষ দিকে কয়েকটি বড় শট খে লে দিল্লির রান ১৫০ পার করেন অক্ষর পটেল। ৩৬ রান করে আউট হন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৮

গুজরাতের ইনিংস ভাল শুরু করেন ঋদ্ধিমান সাহা। প্রথম ওভারেই ১৪ রান করেন তিনি। কিন্তু আনরিখ নোখিয়ের পেস বুঝতে না পেরে বোল্ড হয়ে যান তিনি। শুভমন গিল এই ম্যাচে রান পাননি। তিনিও ১৪ রান করে আউট হন। হার্দিক ৫ রান করে আউট হয়ে গেলে চাপে

তোলেন সাই সদর্শন ও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলতে নামা বিজয় শঙ্কর। দু'জনে বুদ্ধি করে খে লছিলেন। দৌড়ে রান নেওয়ার পাশাপাশি সুযোগ পেলেই বড় শট মারছিলেন। ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিলেন দুই ভারতীয় ব্যাটার। ৫০ রানের জুটি বাঁধেন তাঁরা। ঠিক যখন মনে হচ্ছে, এই দুই ব্যাটার গুজরাতকে জিতিয়ে দেবে তখনই মার্শের বলে ২৯ রান করে আউট হন শঙ্কর।

যদিও তাতে জিততে খুব একটা সমস্যা হয়নি গুজরাতের। সুদর্শনের সঙ্গে মিলে দলকে জয়ে নিয়ে যান ডেভিড মিলার। মুকেশ কুমারের এক ওভারে দু'টি ছক্কা ও একটি চার মেরে খেলা নিজেদের হাতে নিয়ে নেন মিলার।

রান তাড়া করতে নেমে নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন সুদর্শন। আরও এক জন ম্যাচ উইনার পেল গুজরাত। শেষ পর্যন্ত ১১ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে যান হার্দিকরা। সুদর্শন ৬২ ও মিলার ৩১ রান করে অপরাজিত থাকেন।



বৃহস্পতিবার মহাম্যাচ। তার আগে মঙ্গলবার ইডেনে অনুশীলনে ব্যস্ত অধিনায়ক নীতিশ রানা ও সুনীল নারিন।

কোভিড থেকে নিস্তার নেই

পজিটিভ আইপিএলের ধারাভাষ্যকার

কলকাতা: কিছুতেই আইপিএলের পিছু ছাড়তে চাইছে না করোনা ভাইরাস। কোভিডের কারণে গত তিনবছর ধরে নমো নমো করে আয়োজিত হয়েছে আইপিএল। ঝাঁ চকচকে কোটিপতি লিগের গ্ল্যামার কেড়ে নিয়েছিল কোভিড ১৯। কখ নও দেশের বাইরে টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে, কখনও বা মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়েছে লিগ। কোভিডের বাড়বাড়স্ত থামার পর ২০২৩ সালে আইপিএলের ১৬তম সংস্করণে পুরনো সবকিছু ফিরিয়ে আনা হয়েছে। স্টেডিয়াম কাঁপিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছে, ফিরেছে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাট। একইসঙ্গে গ্যালারিতে লাখো দর্শকের ভিড়। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার প্রথম চারটে দিন ভালোই কেটেছিল। তাল কাটল পঞ্চম দিনে। ২০২৩ আইপিএলেও প্রবেশ ঘটেছে কোভিড ১৯-এর। তবে কোনও ক্রিকেটারের নয়, কোভিড পজিটিভ হয়েছেন আইপিএলের এক

ধারাভাষ্যকার। ম্যাচ চলাকালীন যাঁর

কণ্ঠে বিশ্লেষণ শোনার জন্য মুখিয়ে



থাকেন ক্রিকেট সমর্থকরা। সম্প্রচারকারী প্ল্যাটফর্মের ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় রয়েছেন ৪৫ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া। মঙ্গলবার সকালে কোভিড পজিটিভ হওয়ার খবর দেন আকাশ। টুইট করে নিজেই কোভিড আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান তিনি। টুইটারে লেখেন, কোভিডে কট অ্যান্ড বোল্ড হয়েছি। ফের কেআভিড পজিটিভ হয়েছি। সামান্য উপসর্গ রয়েছে। তবে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিছুদিনের জন্য

কমেন্ট্রির ডিউটি থেকে দূরে থাকব। আশা করছি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব। তিনি আরও লেখেন, ইউটিউবেও এখন বেশি থাকব না। গলা খারাপ বলে ঠিকঠাক আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তাও দেখবেন। কিছু মনে করবেন না।

সারা বিশ্ব জুড়ে পরিস্থিতি এখন অন্য়রকম। এমনকি কোনও প্লেয়ার কোভিড পজিটিভ হলেও তাঁকে খে লতে দেওয়া হচ্ছে। তিনি যাতে অন্য প্লেয়ারদের সংস্পর্শে না আসেন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বারণ করা হয়। ইভিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্ষেত্রে এ বারও মানা হচ্ছে কঠিন কোভিড প্রোটোকল। দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্লেয়ারদের এ বারও সাতদিনের আইসোলেশনে কাটাচ্ছে হচ্ছে ক্রিকেটারদের। আইপিএলের ফ্যাঞ্চাইজি দলগুলিকে যে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, তাতে রয়েছে-'কারও রিপোর্ট পজিটিভ এলে তাঁকে বাধ্যতামূলক সাত আইসোলেশনে থাকতে হবে। তাঁকে ম্যাচ কিংবা দলের সঙ্গে কোনও ভাবেই থাকতে দেওয়া হবে না।'

ইস্টবেঙ্গলের কোচ চূড়ান্ত, অপেক্ষা সরকারি ঘোষণার



কলকাতা: ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ কে হতে পারেন, এই নিয়ে দৌড়ে বেশ কয়েকজনের নামই ছিল। এর মধ্যে এটিকের প্রাক্তন কোচ অ্যান্ডোনিও লোপেজ হাবাস, বেঙ্গালুরু এফসির প্রাক্তন কোচ কুয়াদ্রাতের পাশাপাশি নাম ছিল সের্জিও লোবেরার। এই স্প্য়ানিশ কোচ দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। সূত্রের খবর, ইস্টবেঙ্গলের চুক্তিতে মৌখিক ভাবে সম্মতি দিয়েছেন সের্জিও লোবেরা। ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত লোবেরা। সামনেই সপার কাপ। এখনই নতন কোচের নাম ঘোষণা করলে টুর্নামেন্টের আগে দলের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। সে কারণেই সুপার কাপ শেষ হওয়া না অবধি সরকারি ভাবে ঘোষণা করা নাও হতে পারে। সূত্রের খবর, হয় সের্জিও লোবেরাকে। তাঁর

লোবেরোর সঙ্গে চুক্তি শুধু সময়ের অপেক্ষা। আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে এখনও উল্লেখ পারফরম্যান্স ইস্টবেঙ্গলের। চিনের ক্লাব সিচুয়া জিনিউ ক্লাবে কোচিং করান লোবেরা। তবে ভারতীয় ফুটবলেও প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দুই ক্লাব এফসি গোয়া এবং মুম্বহ সোচ এফাসতে কোচং করিয়েছেন সের্জিও লোবেরা। অতীতে বার্সেলোনার কোচিং টিমেও ছিলেন। ফুটবল দর্শনে তিনি অনুসরণ করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকে। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ বছরের বেশি কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে বহু স্প্য়ানিশ কোচকেই দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম সফল কোচ মানা

কোচিংয়ে আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই সিটি এফসি। এ ছাড়াও কোচ হিসেবে ভারতীয় ফুটবলে তাঁর ব্যাপক সাফল্য। সুপার কাপ, আইএসএল লিগ শিল্ড এবং ট্রফি, সবই জিতেছেন। ইস্টবেঙ্গল গত মরসুমের শুরুতেই ইনভেস্টর সমস্যায় পড়েছিল। শেষ মুহুর্তে ইনভেস্টর হিসেবে ইমামির সঙ্গে চুক্তি হয়। কিন্তু সময় কম থাকায় দল গুছিয়ে উঠতে পারেনি। এ বার অনেক আগে থেকেই কোচ এবং দল গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও ইমামি। দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে ক্লাব ও ইনভেস্টরদের মধ্যে। কিছুদিন আগেই বোর্ড মিটিংয়ের পর ইমামি কর্তা জানিয়েছিলেন, কোচ বদল হচ্ছে। বেশ কয়েক জনের মধ্যে লোবেরাই প্রথম পছন্দ লাল-হলুদের।

দিল্লি বনাম গুজরাত ম্যাচে মাঠে থাকতে পারেন ঋষভ পন্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলের বাইরে থাকলেও ঋষভ পন্থ দিল্লি ক্যাপিটালসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রথম ম্যাচে ডাগ আউটে পন্থের জার্সি ঝুলিয়ে রেখে সেই প্রমাণ দিয়েছে পত্থের দল। দিল্লি প্রথম ম্যাচ জিততে না পারলেও ঋষভ পস্থের প্রতি তাদের ভালোবাসা মন ছুয়ে গিয়েছিল সকলের। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দ্বিতীয় ম্যাচে আর দিল্লির ডাগআউটে ঋষভ পত্তের জার্সি ঝোলানোর কোনও প্রয়োজন পড়বে না। কারণ ঘরের মাঠে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখতে আসতে পারেন পস্থ।

ঋষভ পন্থকে মাঠে আনার চেষ্টা করা হবে সেই কথা আগেই জানিয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিং। কিন্তু তা যে দ্বিতীয় ম্যাচেই হবে দিল্লি ও পত্থের ফ্যানেরাও অনেকে বিশ্বাস করতে পারেননি। সরকারি ঘোষণা না হলেও পিটিআই-এর রিপোর্ট অনুসারে, দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও নিশ্চিত করেছে যে, মঙ্গলবার অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টোডয়ামে ম্যাচ চলাকালান ঋষভ পন্ত উপস্থিত থাকবেন। বোর্ডের কোনও আপত্তি না থাকলে কিছু সময়ের জন্য ডাগআউটেও বসতে পারেন পন্থ। মাঠে এসে দলের মনোবল বাড়াতেই পন্থকে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে প্রথম ম্যাচে ডাগআউটে পস্তের জার্সি ঝোলানোর বিষয়টি ভালোভাবে নিচ্ছে না বিসিসিআই। ফের যাতে এমন ঘটনা না ঘটে সেই



কথাও জানানো হয়েছে। বোর্ডও ঋষভ পত্তের কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সূত্রের খবর, কেউ প্রয়াত হলে বা অবসর নিলে এমনটা করা হয়, তাই আর পত্তের জার্সি ঝোলানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বোর্ড। তবে পন্থকে সম্মান জানাতে একটি ম্যাচে দিল্লির সব ক্রিকেটাররা জার্সিতে নিজেদের নাম্বারের পাশাপাশি পন্থের জার্সি নাম্বার ১৭ লিখে খিলতে নামবেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তারকা ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ। এরপর তার জোড়া অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্তমানে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ভারতীয় তারকা। তবে কবে ফের মাঠে ফিরতে পারবেন সেই বিষয়ে এখনও কোনও কিছু নিশ্চিৎভাবে বলা যাচ্ছে না। পত্তের দ্রুত সুস্থতা কামনায়

গোটা দেশ।

বিপাকে কমনওয়েলথ সোনাজয়ী চানু ডোপিংয়ের দায়ে ৪ বছরের জন্য নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চার বছরের জন্য সমস্ত প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করা হল ভারতের ভারত্তোলক খ ুমুকচাম সঞ্জিতা চানুকে। মঙ্গলবার ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা নাডার তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। ভারতীয় ভারত্তোলন ফেডারেশন থেকেই সরকারি ভাবে ঘোষণা হয়, চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী তারকাকে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ডোপ টেস্টে পজিটিভ হন চানু।

গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাতীয় গেমসের ৪৯ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছিলেন চানু। সেই সময় নাডার পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই টেস্টেই তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ চিহ্নিত হয়। চানুর খেলার উপর



নিষেধাজ্ঞা জারি করে নাডা। নির্দোয প্রমাণিত হলে অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হত। কিন্তু সাম্প্রতিক রিপোর্টেও ফের প্রমাণিত হয়েছে. ইচ্ছাকৃতভাবে ডোপ করেছিলেন

ভারত্তোলন ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সহদেব যাদব বলেন,

দসঞ্জিতা চানুকে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে নাডা দি ফলে জাতীয় গেমসের পদক হাতছাড়া হবে তাঁর। তবে নাডার সিদ্ধান্ত নিয়ে চানুর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও এখ নও শেষ সুযোগ রয়েছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার। কিন্তু সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আবারও আবেদন করতে আগ্রহী নন ভারত্তোলক তারকা। তবে এই প্রথমবার নয়। ২০১৮ সালেও ডোপ করে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন চানু। আন্তর্জাতিক ভারত্তোলন সংস্থার তরফে নিষিদ্ধ করা হয় মণিপুরি তারকাকে। তবে একাধিকবার নিজেকে নির্দোষ বলেই দাবি করেছেন চানু। আগামী চার বছরের জন্য কোনও প্রতিযোগিতায় নামতে পারবেন না তিনি। ফলে প্রশ্নের মুখে পড়ল চানুর কেরিয়ার।

ভালোবাসা, আবেগ পরিণত হল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে! পিএসজি সমর্থকদের কটাক্ষের শিকার মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের একবার ফরাসি লিগে হারের মুখ দেখল প্যারিস সাঁ জাঁ। রবিবার রাতে অর্থাৎ ২ এপ্রিল লিওর কাছে তারকাখচিত দল হেরেছে ১-০ ব্যবধানে। এই নিয়ে চলতি মরসুমে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচ হারলেন লিওনেল মেসির দল। সপ্তাহ দুয়েক আগে ঘরের মাঠে রেনের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল পিএসজি। নতুন বছরে লিগ ওয়ানের পাঁচ ম্যাচে হারল ফ্রান্সের দল। ঘরের মাঠে টানা দৃই হারের পর মেসির উপর ব্যাপক চটেছেন পিএসজি-র সমর্থকরা। ফলে আর্জেন্টিনার মহাতারকার প্রতি ভালোবাসা, আবেগ পরিণত হল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে! পিএসজি সমর্থকদের কটাক্ষের শিকার হলেন 'এল এম টেন'।

একের পর এক পরাজয়ে পিএসজি সমর্থকরা হতাশ। খেলার পর মেসিকে বিরুদ্ধে গ্যালারি জুড়ে স্লোগান উঠে গেল। কিন্তু ম্যাচের শুরুতে দৃশ্যটা এমন ছিল না। স্টেডিয়ামে দুই দলের প্রথম একাদশের ফুটবলারদের নাম ঘোষণার সময় এই দর্শকরাই মেসির



নাম ধরে চিৎকার করছিলেন। এখন পর্যন্ত পিএসজির হয়ে ৬৭টি ম্যাচ খেলে ২৯টি গোল করেছেন মেসি। তার কাছে সমর্থকদের প্রত্যাশা আরও বেশি। অনেকেই মনে করেন, কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে মেসি

তাঁর সেরা ছন্দে নেই। এদিকে আগামী জুন মাসে পিএসজি-র সঙ্গে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের চুক্তি শেষ হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, বেতন কমিয়ে দেওয়া নিয়ে ক্লাব কর্তাদের সিদ্ধান্তে ব্যাপক চটেছেন 'এল এম টেন'। আগামী মরসুমের চুক্তিপত্রে সই করতে গেলে অস্তত ৩০ শতাংশ বেত্র ভেঁটে ফেলবের প্যাবিস কর্তারা। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে, কর্তাদের সেই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানতে পারছেন না বিশ্বকাপজয়ী মহাতারকা।

বিশাল অর্থের বিনিময়ে মেসি, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপে, সার্জিও র্যা মোসদের মতো তারকাদের দলে নিয়েছে পিএসজি। কিন্তু বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফেয়ার প্লে-র নিয়ম। শোনা যাচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে কর্তাদের সামনে নাকি দৃটি পথ রয়েছে।

প্রথমত, মেসির চুক্তি অনুযায়ী বেতন দিতে হলে, অন্য ফুটবলারদের ৩০ শতাংশ বেতন কমিয়ে দিতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, মেসির সঙ্গে কম বেতনের চুক্তি করতে হবে। সূত্রের খবর অনুসারে দ্বিতীয় রাস্তাটাই বেছে নেওয়ার পক্ষপাতী পিএসজি। কর্তাদের এমন আবেদন মেনে নিতে পারছেন না মেসি। শোনা যাচ্ছে তিনি ও তাঁর বাবা অর্থাৎ এজেন্ট জর্জ মেসি বেতন কমিয়ে দেওয়া নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন।

১৪ দিন পরেই ফিরে পেলেন সিংহাসন, ফের এক নম্বর জোকার

নিজম্ব প্রতিনিধি: সোমবারেই প্রকাশ পেয়েছে এটিপির নয়া ক্রমতালিকা। আর নয়া ক্রমতালিকাতে এক নম্বরে ফের ফিরে এসেছেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। মাত্র ১৪ দিন শীর্যস্থান থেকে দুরে থাকার পরে ফের শীর্ষে উঠে। এসেছেন তিনি। স্প্যানিয়ার্ড কার্লোস আলকারাজকে সরিয়ে শীর্ষে উঠেছেন তিনি। করোনার ভ্যাকসিন না নেওয়ার কারণে আমেরিকাতে বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে খেলতে পারেননি নোভাক জকোভিচ। সেই কারণে এক নম্বর থেকে সরে যেতে হয়েছিল তাঁকে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে ট্রফি জিতে নোভাকের থেকে এই এক নম্বর জায়গা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কার্লোস আলকারাজ। এবার ১৪ দিন বাদে সেই জায়গা পুনঃরুদ্ধার করলেন তিনি। সম্প্রতি মিয়ামি ওপেনের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছেন আলকারাজ। আর এর ফলেই শীর্ষে উঠে এসেছেন নোভাক জকোভিচ। প্রসঙ্গত এর ফলে নয়া নজিরও গড়েছেন নোভাক। ৩৮০ সপ্তাহ বিশ্ব ক্রমতালিকায় এক নম্বরে থাকার নজির গড়েছেন তিনি। এই মুহুর্তে কার্লোস আলকারাজের তুলনায় ৩৮০ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন নোভাক। তিন নম্বরে রয়েছেন গ্রিসের স্টেফানোস সিতসিপাস । ক্রমতালিকায় এক এবং দুই নম্বরের তুলনায় তিনি পিছিয়ে রয়েছেন ১০০০ পয়েন্টে। ইয়ানিক সিনারকে হারিয়ে মিয়ামি জিতেছেন ড্যানিল মেডভেডেভ । আর এই জয়ের ফলেই চার নম্বরে উঠে এসেছেন

দু-ধাপ উপরে উঠে সিনার রয়েছেন নয় নম্বরে। এর ফলে টেনিস তারকা তাঁর কেরিয়ার সেরা র্যা ঙ্কিংকে স্পর্শ করেছেন। মিয়ামি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে সবথেকে বেশি উপকৃত হয়েছেন আমেরিকার ক্রিস্টোফার ইউ ব্যাঙ্কস। তিনি ৩৪ ধাপ উঠেছেন ক্রমতালিকায়। ফলে প্রথম ১০০'তে প্রবেশ করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর র্যাতঙ্কিং ৮৫। ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমতালিকায় সবার উপরে রয়েছেন সুমিত নাগাল। তাঁর র্যাতঙ্কিং ৩৭২।

এছাড়াও ৪১৪ নম্বরে রয়েছেন রামকুমার রামানাথন এবং ৪৪১ নম্বরে রয়েছেন প্রজনেশ গুনশ্বরণ।

২২ বারের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী নোভাক জকোভিচ ১৯ বছর বয়সি কার্লোস আলকারাজ মাত্র ১৪ দিন বাদেই শীর্ষস্থান থেকে সরিয়ে তা নিজের দখলে রাখতে পেরেছেন।

জকোভিচ অবশ্য এই র্যা ক্ষিং অর্জন করেননি। মিয়ামির শ্রেষ্ঠত্ব আলকারাজ ধরে রাখতে না পারায় শীর্যস্থানও হারিয়েছেন তিনি। ফলে লাভবান হয়েছেন নোভাক জকোভিচ। প্রথমবার আলকারাজ শীর্ষে উঠেছিলেন গত বছর ইউএস ওপেন জিতে। কিন্তু এই বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চোটের কারণে অনুপস্থিত থাকায় এক নম্বর জায়গা হারান। দশম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে জানুয়ারিতে এক নম্বরে ফিরেছিলেন জকোভিচ। ফলে ৩৮১তম সপ্তাহ এটিপি র্যা ক্ষিংয়ে সবার ওপরে থাকতে চলেছেন সার্বিয়ান তারকা। ৯ এপ্রিল মন্টে কার্লো মাস্টার্স দিয়ে এটিপি ট্যুরে ফিরতে চলেছেন নোভাক।

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS. Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh